প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৮ ❖ ১৭ - ২৩ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুবাদের প্রতি মা-মারীয়ার আহ্বান

শিশুর স্পর্শ হবে আরামদায়ক ও মানবিক

নিসীয়-কনস্টান্টিনোপলীয় বিশ্বাসমন্ত্র

এক পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান পিতা,
স্বর্গ ও মর্ত্য এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্তের সৃষ্টিকর্তায় আমি বিশ্বাস করি।
আমি বিশ্বাস করি এক প্রভু যিশু খ্রিস্টে,
যিনি পরমেশ্বরের একমাত্র-জাত এবং সর্বযুগের পূর্বে পিতা হতে জনিত।
পরমেশ্বর হতে পরমেশ্বর, জ্যোতি থেকে জ্যোতি, সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর।
তিনি জাত, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ; তাঁর দ্বারা সমস্তই হলো সৃষ্ট।
আমাদের মানবকুলের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের উদ্দেশে
স্বর্গ থেকে তিনি অবরোহন করলেন (এরপর মাতা নত করে)
এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করলেন,
এবং মানুষ হলেন (মাথা পুনরায় তুলে)
পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে আমাদের জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন,
মৃত্যু-যাতনাভোগ করলেন ও সমাধিস্থ হলেন;
এবং শাস্ত্র অনুসারে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করলেন ও স্বর্গে আরোহন করলেন;
পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন।
তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে পুনরাগমন করবেন,
তাঁর রাজত্বের শেষ হবে না।
আমি বিশ্বাস করি প্রভু ও জীবনদায়ী পবিত্র আত্মায়,
যিনি পিতা ও পুত্র হতে সম্ভূত,
পিতা ও পুত্রের সাথে সমভাবে আরাধিত ও গৌরবান্বিত;
তিনি প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন।
এক পবিত্র সার্বজনীন ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে আমি বিশ্বাস করি।
আমি পাপ মোচনার্থে এক দীক্ষাস্নান স্বীকার করি;
এবং মৃতদের পুনরুত্থান ও শাশ্বত জীবনের প্রত্যাশা করি। আমেন।

নিসীয় মহাধর্মসভা ও বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭০০ বর্ষপূর্তি

বছর জুড়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে আপনি লিখতে পারেন।

কাথলিক পঞ্জিকানুসারে বিভিন্ন পর্বসমূহ - ২০২৫

২ সেপ্টেম্বর	-	আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর	-	কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর	-	কুমারী মারীয়ার জন্ম উৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর	-	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
১৫ সেপ্টেম্বর	-	শোকার্ত জননী মারীয়ার স্মরণ দিবস
২৭ সেপ্টেম্বর	-	সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর	-	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল ও গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর	-	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর	-	রক্ষীদূতবৃন্দের স্মরণ দিবস
৪ অক্টোবর	-	আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিসের পর্ব ও বিশ্ব শিশু দিবস
৭ অক্টোবর	-	জপমালা রাণীর স্মরণ দিবস
১৯ অক্টোবর	-	বিশ্ব প্রেরণ রবিবার
২৮ অক্টোবর	-	প্রেরিতশিষ্য সাধু সিমন ও সাধু যুদ
১ নভেম্বর	-	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহা পর্ব
২ নভেম্বর	-	পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
৯ নভেম্বর	-	লাতেরান মহামন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস
২৩ নভেম্বর	-	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
১ ডিসেম্বর	-	আগমন কালের প্রথম রবিবার
৮ ডিসেম্বর	-	অমলোদ্ভবা মা মারীয়ার মহাপর্ব
২৫ ডিসেম্বর	-	শুভ বড়দিন
২৯ ডিসেম্বর	-	পবিত্র পরিবারের পর্ব

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে দিবসসমূহ - ২০২৫

৫ জুলাই	-	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস (জুলাই মাসের ১ম শনিবার)
৬ জুলাই	-	মহরম (আশুরা)
১১ জুলাই	-	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
১ আগস্ট	-	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
৯ আগস্ট	-	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১০ আগস্ট	-	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
১২ আগস্ট	-	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১৬ আগস্ট	-	জন্মাষ্টমী
৮ সেপ্টেম্বর	-	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
৫ সেপ্টেম্বর	-	ঈদ-ই-মিলাদুনবী
২৭ সেপ্টেম্বর	-	বিশ্ব পর্যটন দিবস
১ অক্টোবর	-	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
২ অক্টোবর	-	বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
৫ অক্টোবর	-	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৬ অক্টোবর	-	বিশ্ব শিশু দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার)
১০ অক্টোবর	-	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৫ অক্টোবর	-	সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস
১৬ অক্টোবর	-	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর	-	আন্তর্জাতিক দারিদ্র দূরিকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	-	জাতিসংঘ দিবস
১৪ নভেম্বর	-	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর	-	বিশ্ব এইডস্ দিবস
৩ ডিসেম্বর	-	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর	-	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর	-	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস
১৬ ডিসেম্বর	-	বিজয় দিবস

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ২৮
১৭ আগস্ট - ২৩ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
০২ ভাদ্র - ০৮ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
নব কস্তা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বিশ্বাসমন্ত্র: খ্রিস্টীয় জীবনের ভিত্তি ও প্রেরণা

বিশ্বাসমন্ত্র হলো একটি নির্দিষ্ট ধর্ম বা মতবাদের মূল বিশ্বাস বা নীতিমালার সংক্ষিপ্তসার। এটি সাধারণত মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং অনুসারীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। কাথলিক মণ্ডলীতে দু'টি বিশ্বাসমন্ত্র প্রচলিত রয়েছে- প্রথমত, প্রেরিতশিষ্যগণের বিশ্বাসমন্ত্র (Apostles Creed) এবং দ্বিতীয়ত, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র (Nicene Creed)। তবে, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রটি কাথলিক বিশ্বাসের মৌলিক ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন করে। ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কন্‌স্টানটাইন-এর আহ্বানে এ মহাধর্মসভা নিসীয় (বর্তমান তুরস্ক) নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। নিসীয় নামক স্থানে মণ্ডলীর এ মহাধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে- 'নিসীয় মহাধর্মসভা' এবং উক্ত সভায় খ্রিস্ট বিশ্বাসমন্ত্রের মূলতত্ত্বগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বিধায় তা 'নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র' নামে অধিক পরিচিত।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রে পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সম্পর্ক ও শাশ্বত জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসের মৌলিক ধর্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই বিশ্বাসমন্ত্রের মাধ্যমেই কাথলিক মণ্ডলী তার প্রথম ও পালনীয় বিশ্বাসের ধর্মতত্ত্ব ঘোষণা করে। মণ্ডলীর ইতিহাসে পরবর্তীকালে বিভিন্ন মহাধর্মসভায় কাথলিক বিশ্বাস ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বগুলো কাথলিক মণ্ডলীর সত্য শিক্ষাকে আরো সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ় করেছে। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র গঠনের পর রোমীয় খ্রিস্টমণ্ডলী ও অন্যান্য খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে পুনরায় সত্য বিশ্বাস ও শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসীর জীবনে বিশ্বাসমন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা বিশ্বাসমন্ত্রের মধ্য দিয়েই, প্রত্যেক কাথলিক খ্রিস্ট বিশ্বাসী তাঁর খ্রিস্টবিশ্বাস স্বীকার করেন। একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী বিশ্বাসমন্ত্রে যা স্বীকার করেন, তিনি তার জীবনে তা ধারণ ও পালন করে থাকেন। এছাড়া বিশ্বাসমন্ত্র খ্রিস্ট বিশ্বাসীর বিশ্বাসের জীবনের নিয়ামক ও পরিচায়ক। অন্য কথায় বলা যায় যে, বিশ্বাসমন্ত্রের আলোকেই খ্রিস্ট বিশ্বাসীর মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও বিশ্বাসের জীবন গঠিত হয়।

বর্তমান এই বিশ্বায়নের যুগে এই বিশ্বাসমন্ত্রকে গভীরভাবে জানা সময়ের দাবি, কারণ আমরা যখন বিশ্বাসমন্ত্র জানি না, তখন খুব সহজেই ভ্রান্ত শিক্ষায় প্রতারিত হওয়ার সুযোগ থাকে, এবং সেটা হচ্ছে; অনেকেই সুস্পষ্ট ও সঠিক ধর্ম জ্ঞানের অভাবে ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করছে। কাথলিক মণ্ডলীতে ঐতিহ্যগতভাবেই, বিশ্বাসমন্ত্রটি ব্যক্তিগত প্রার্থনা, রবিবাসরীয় উপাসনা এবং প্রাপ্তবয়স্ক দীক্ষাগ্রহণের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়া কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর জন্য বিশ্বাসমন্ত্রটি বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব ও মৌলিক শিক্ষা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তাই বিশ্বাসমন্ত্র শুধু মুখস্থ করানো নয় কিন্তু তা দৈনন্দিন জীবনে অনুশীলন করার জন্য বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার আলোকে যখন কাথলিক মণ্ডলীর বাইরে বিভিন্ন খ্রিস্টমণ্ডলী বিভিন্নভাবে তাদের খ্রিস্ট বিশ্বাস উপস্থাপন ও প্রচার করছে; তখন প্রত্যেক কাথলিক খ্রিস্ট বিশ্বাসীর'ই উচিত, এ বিশ্বাসমন্ত্র জানা ও শিক্ষার মাধ্যমে তার বিশ্বাসকে সঠিক ভাবে জানা, অনুশীলন করা এবং অন্যান্য খ্রিস্ট বিশ্বাসের আলোকে প্রভাবিত না হয়ে বরং বিশ্বাসমন্ত্রের আলোকে নিজের সত্য বিশ্বাসকে অন্যের কাছে সঠিক ভাবে উপস্থাপন করা।

বর্তমান আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক অত্যাধুনিক বিষয়ে আমরা জ্ঞাত হলেও, জ্ঞানার্জন করলেও, অনেক সময় আমাদের নিজেদের বিশ্বাসকেই সঠিক ভাবে জানি না, উদাসীন থাকি বা অবহেলা করি; তাই অন্যের সামনে নিজের বিশ্বাস নিয়ে নিজেকে অনেক সময় অসহায় ও হেয় মনে হয়। তাই প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসীর-ই তার বিশ্বাসকে আরো গভীর ভাবে জানতে, বিশ্বাসে বেড়ে উঠতে এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের আলোকে জীবন গঠন করতে 'নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র' জানা ও তা থেকে শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে আশার জুবিলীবর্ষে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭০০ বছরের পূর্তি আমাদেরকে বিশ্বাসীয় তত্ত্ব জানতে, মানতে ও পালন করতে উদ্বুদ্ধ করুক। †

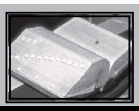

আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস। (লুক ১:৪৭)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

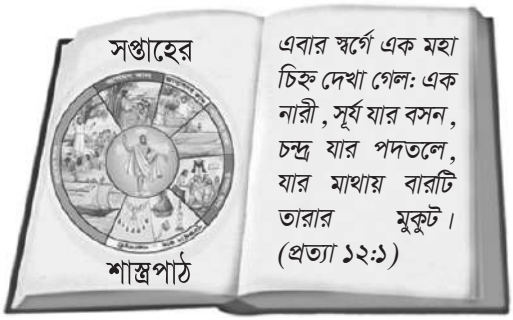

এবার স্বর্গে এক মহা চিহ্ন দেখা গেল: এক নারী, সূর্য যার বসন, চন্দ্র যার পদতলে, যার মাথায় বারটি তারার মুকুট। (প্রত্যা ১২:১)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৭ আগস্ট - ২৩ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

১৭ আগস্ট, রবিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, *মহাপর্ব*
প্রত্যা ১১: ১৯; ১২: ১-৬, ১০, সাম ৪৫: ১০-১২, ১৫-১৬, ১ করি ১৫: ২০-২৭, লুক ১: ৩৯-৫৬

১৮ আগস্ট, সোমবার
সাধারণকালের ২০শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-৪)*
বিচা ২: ১১-১৯, সাম ১০৬: ৩৪-৩৭, ৩৯-৪০, ৪৩কখ, ৪৪, মথি ১৯: ১৬-২২

১৯ আগস্ট, মঙ্গলবার
সাধু জন ইউদেস, যাজক
বিচা ৬: ১১-২৪ক, সাম ৮৫: ৮, ১০-১৩, মথি ১৯: ২৩-৩০

২০ আগস্ট, বুধবার
সাধু বার্ণার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য, স্মরণ দিবস
বিচা ৯: ৬-১৫, সাম ২১: ১-৬, মথি ২০: ১-১৬

২১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
সাধু দশম পিউস, পোপ, *স্মরণ দিবস*
বিচা ১১: ২৯-৩৯, সাম ৪০: ৫-১০, মথি ২২: ১-১৪

২২ আগস্ট, শুক্রবার
রাণী মারীয়া, *স্মরণ দিবস (সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান)*
ইসা ৯: ১-৬, সাম ১১৩: ১-৭, লুক ১: ২৬-৩৮

২৩ আগস্ট, শনিবার
লিমা'র সাধ্বী রোজ, কুমারী
রুথ ২: ১-৩, ৮-১১, ৪: ১৩-১৭, সাম ১২৮: ১-৫, মথি ২৩: ১-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৭ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৮৬ সি. এমি সেন্ট-জার্মেইন, সিএসসি
+ ১৯৯৯ ব্রা.আকুইলা লেনিয়েল, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৮ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৯৭ ফা. জেরাল্ড ম্যাকমোহন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফা. দান্তে বেরতলি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০২ সি. মেরী ইগ্নেসিউস, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৯ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৩ সি. জুডি সোল, এসএমএসএম
+ ১৯৮৪ ব্রা. ডনাল্ড ডব্লিউ স্মিট্স, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রা. চার্লস বিবো, সিএসসি (ঢাকা)

২০ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯৫১ ফা. জ্যাঁ-মারী ফ্লুরী, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২১ বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু (রাজশাহী)

২১ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ২০২৩ সি. মেরী বার্তা, এসএমআরএ (ঢাকা)

২২ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৩৪ ফা. পিয়ের রোলে, সিএসসি
+ ২০২০ সি. মেরী অর্পিতা, এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৪২ ফা. যোসেফ হারেল, সিএসসি
+ ২০১৮ সি. নাজারিনা আগ্নেশ পারই, এসসি

খ. অনুগ্রহ

২০০৩ অনুগ্রহ হচ্ছে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সেই পরম আত্মার দান যা আমাদের ধর্মময় ও পবিত্র করে। তবে তাঁর কাজের সহযোগী করার জন্য পবিত্র আত্মা আমাদের আরও অনেক দান দিয়ে থাকেন যেগুলো অনুগ্রহের মধ্যে গণ্য, যা অপরের পরিত্রাণকাজে ও খ্রীষ্টের দেহরূপ মণ্ডলীর বৃদ্ধি সাধনে সহযোগিতা করতে আমদের সক্ষম করে। এর মধ্যে রয়েছে ধর্মসংস্কারীয় অনুগ্রহসমূহ অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্কার গুলোর নিজস্ব দান সমূহ। এছাড়াও রয়েছে বিশেষ অনুগ্রহ দান যাদেরকে সাধু পল ব্যবহৃত গ্রীক শব্দের অনুকরণে, আত্মিক দান (ক্যারিজম) নামে আখ্যায়িত করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে "অনুগ্রহ", "সেচ্ছাপ্রদত্ত দান", উপকার। এই অনুগ্রহদানগুলোর পরিচয় যা-ই হোক না কেন - মাঝে মাঝে সেগুলো খুবই অসাধারণ, যেমন অলৌকিক কাজ করা অথবা অব্যক্ত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা - আত্মিক দানগুলো পবিত্রকারী অনুগ্রহের দিকেই নির্দেশিত এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীর সাধারণ মঙ্গলের উদ্দেশে প্রদত্ত। সেগুলো খ্রীষ্টমণ্ডলীকে গড়ে তোলার উদ্দেশে প্রেমের সেবায় নিয়োজিত।

২০০৪ বিশেষ অনুগ্রদানের মধ্যে উল্লেখ করা উচিত *জীবনাবস্থার অনুগ্রহদানসমূহ* যেগুলো খ্রীষ্টমণ্ডলীর অভ্যন্তরে খ্রীষ্টীয় জীবনযাপন ও সেবাকর্মের দায়িত্ব পালনের সঙ্গী হয়ে থাকে:

আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী, তখন তা যদি প্রাবক্তিক অনুগ্রহ দান হয়, তবে এসো, বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখে প্রাবক্তিক ভূমিকা পালন করি; তা যদি সেবাকর্মের অনুগ্রহ দান হয়, তবে সেই সেবাকর্মে নিবিষ্ট থাকি, তা যদি শিক্ষাদান হয়, তবে শিক্ষাদানে, তা যদি উপদেশ দান হয় তবে উপদেশ দানে নিবিষ্ট থাকি। যে দান করে, সে সরলভাবে, যার কর্তৃত্ব আছে, সে সযত্নে, যে দয়াকর্ম পালন করে, সে মনের আনন্দেই তা করুক।

২০০৫ অনুগ্রহ যেহেতু সকল লৌকিক ব্যবস্থার উর্ধ্বেসেহেতু তা *আমাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নয়* এবং বিশ্বাস ছাড়া তা জানা যায় না। সেই কারণেই আমরা আমাদের অনুভূতি বা কাজের উপর নির্ভর করে বলতে পারি না যে, আমরা ইতোমধ্যে ধর্মময়তা এবং পরিত্রাণ অর্জন করে ফেলেছি। কিন্তু আমাদের প্রভুর কথা অনুসারে– "তোমরা তাদের ফল দ্বারাই তাদের চিনতে পারবে" - আমাদের জীবনে ও সাধু সাধ্বীদের জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদের কথা চিন্তা আমাদের এই নিশ্চয়তা দেয় যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে কাজ করে এবং আরও গভীর বিশ্বাস ও আস্থাশীল দরিদ্রতার মনোভাবের দিকে আমাদের উদ্দীপিত করে।

এই মনোভাবের একটা সরস উদাহরণ পাওয়া যায় সাধ্বী যোয়ান অব আর্ক-এর কথা থেকে। মাণ্ডলিক বিচারপতিরা ফাঁদে ফেলার জন্য: "তাকে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি জানেন কি-না যে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের অবস্থায় আছেন, তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'যদি আমি তাঁর অনুগ্রহের অবস্থায় না থাকি, তাহলে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়ে আমাকে যেন তাঁর অনুগ্রহে রাখেন; আর আমি যদি ইতোমধ্যে অনুগ্রহের অবস্থায় থাকি, তাহলে ঈশ্বর যেন প্রসন্ন হয়ে আমাকে সেখানেই রাখেন'।"

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৯ আগস্ট, বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগস্ট তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুবাদের প্রতি মা-মারীয়ার আহ্বান: জপমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সাড়া প্রদান

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

"মাগো তুমি শান্তিময়ী,
আনগো শান্তি বিশ্বময়"

একজন যুবক-যুবতীর জীবনে মা-মারীয়ার ভূমিকা অপরিসীম। কারণ আমাদের জাগতিক মায়েদের মতোই কুমারী মারীয়া আমাদের স্বর্গীয় স্নেহে আগলে রাখেন। মা মারীয়া এমন একজন ব্যক্তি যিনি ইতিহাসের সময় ও ভৌগলিক স্থানকে অতিক্রম করেছেন। তিনি এখনো অগণিত মানুষকে অনুপ্রাণিত করছেন। মা মারীয়াকে নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও বই রচনা হয়েছে। শিল্পীগণ তাকে নিয়ে অনেক ছবি এঁকেছেন। অনেক ব্যক্তি তার নাম ধারণ করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় মা মারীয়ার নামে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। কুমারী মারীয়া হলেন সমগ্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী।

কুমারী মারীয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কুমারী মারীয়া ছিলেন গালিলিয়া প্রদেশের নাজারেথ গ্রামের এক কৃষক-বালা। তিনি চৌদ্দ বছর বয়সেই ঈশ্বর পুত্রের জননী হবার আহ্বান লাভ করেন। কুমারী মারীয়ার পিতা-মাতা সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেলে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। তবে মণ্ডলী কর্তৃক অস্বীকৃত সাধু জেমস্‌ের মঙ্গলসমাচার অনুসারে মারীয়ার পিতার নাম যোয়াকিম এবং মাতার নাম আন্না বা হান্না বলে উল্লেখ করা হয়। মারীয়ার পিতা মাতা খুব ঈশ্বরভীরু ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান। শৈশবে মারীয়ার পিতা-মাতা তাকে মন্দিরে উৎসর্গ করেন। মারীয়া এক সাধারণ পরিবারের মানুষ হলেও তিনি ছিলেন এক সুন্দর চরিত্রের মানুষ। মারীয়া ছিলেন গভীর বিশ্বাসী, ধ্যানময়ী ও প্রার্থনাশীল নারী। তাই অনেক ছবি/মূর্তিতে তাঁকে প্রার্থনাশীল অবস্থায় দেখা যায়। মারীয়া ছিলেন বাধ্য ও অনুগত নারী, যা তিনি শিখেছিলেন তার পিতা-মাতার কাছ থেকে। কুমারী মারীয়া এক আলোকিত নারী, যিনি তাঁর জীবনাদর্শ দিয়ে অগণিত মানুষকে আলোকিত করে চলেছেন।

বর্তমান পরিস্থিতি ও অশান্তির কারণ

ইস্রায়েল, ফিলিস্তিন ও রাশিয়া, ইউক্রেন যুদ্ধের উত্তাপ আজ সমস্ত পৃথিবীতে। গ্রামের যে চাষী যুদ্ধের কথা হয়তো জানেই না তাকেও যুদ্ধের অজুহাতে উচ্চমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে গিয়ে উপায়ন্তর না পেয়ে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হচ্ছে। যখন এ যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্ব উত্তাল ঠিক তখনই বাংলাদেশের নেতৃত্বে অনেক বড় পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি। বাংলাদেশে বিগত বছরে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও পরিবর্তন আমাদের কারোরই অজানা নয়। সামাজিক যোগাযোগের এই যুগে বিশ্ব আজ উত্তাল, অজান্তেই অনেক সংবাদ আমাদের নজরে আসে যা আমরা চাইলেই বাদ দিতে পারি না আর সেটার অদৃশ্য প্রভাব আমাদের জীবনে পড়ে। জগতের শুরু থেকেই আমাদের সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমরা সবাই কোন না কোন কিছুর সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে

চলছি। যুদ্ধ আমাদের জীবনে বিপর্যয় ব্যতিত শান্তি বয়ে নিয়ে আসে না। কিন্তু আমাদের যুদ্ধ যদি হয় শয়তানের বিরুদ্ধে তবে সে যুদ্ধ হবে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং সে যুদ্ধের অস্ত্র হবে ভালোবাসা, প্রেম, সহযোগিতা ও সহভাগিতা। আর সে সকল অস্ত্রই আমরা পাই যিশুর কাছ থেকে।

বর্তমান পৃথিবীতে অশান্তি, অরাজকতা, যুদ্ধ-বিগ্রহের পিছনে আসল কারণ কী? প্রধান মুখ্য তিনটি কারণ যদি আমরা চিহ্নিত করি তা হলে হবে -

● বর্তমান সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের বড় একটি কারণ হলো আমরা একে অন্যকে ক্ষমা করতে পারি না। আর যখনই আমরা ক্ষমা না করে কোন ব্যক্তির প্রতি রাগ, ক্ষোভ পুষে রাখি তখনই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কিন্তু যিশু বলেছেন, "সাতবার নয়, সত্তরগুণ সাতবার" ক্ষমা করতে হবে। ক্রুশবিদ্ধ যিশু বলেছিলেন, "হে পিতা ওদের ক্ষমা করে দাও, ওরা কী করছে তা জানে না।" আমি ক্ষমা করলে ঈশ্বরও আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বেঁধে রাখলে ঈশ্বরও বেঁধে রাখবেন। খ্রিস্টধর্ম হলো ক্ষমার ধর্ম। আমাদের ক্ষমার অনুশীলন শুরু হোক পরিবার থেকে। তাই পোপ ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষের শান্তি বার্তার শিরোনাম বেছে নিয়েছেন "আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো, শান্তি দান করো।" ক্ষমার মধ্য দিয়ে সম্ভব অনেক বড় সমস্যা মোকাবিলা করা।

● বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমরা সকলেই অনেক আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছি। এখন আর আমাদের আবেগ কাজ করে না, আমরা অন্যের দুঃখে সমব্যথী হতে পারি না। বর্তমানে অনেক সময় আমরা শুধু নিজের এবং পরিবারের সুখকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কিন্তু যিশু বলেছেন, "তুমি যদি শুধু তোমার ভাইয়ের প্রতিই করলে, তাহলে আর কীই-বা করলে।" যিশু পৃথিবীতে এসেছিলেন সব মানুষের জন্যে। আমরাও সবাই আহূত হয়েছি সবার জন্যে। ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হলে আগে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে হবে। মানুষের মধ্যদিয়েই আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে পৌঁছাতে পারি। সৃষ্টিকে না ভালোবেসে স্রষ্টাকে ভালোবাসা যায় না। "ঈশ্বর সব মানুষের জন্য দিনের আলো ফুটিয়ে তোলেন।" কোনো জাতিই ছোটো নয়। কবি বলেছেন, "গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।" যিশু বলেছেন, "অন্যকে নিজের মতো ভালোবাস।" ঈশ্বর মানুষকে, মানুষ করেই সৃষ্টি করেছে- জাতি হিসেবে নয়।

● পৃথিবীতে খুন, ধর্ষণ, গুম, অন্যায়, অত্যাচার, ঘুষ, দুর্নীতি, শোষণ নির্যাতন হল শয়তানের হাতিয়ার যেগুলো পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। এগুলোকে পুঁজি করে শয়তান তার রাজত্ব কায়েম করতে চাচ্ছে। এগুলো আমাদের অনেক প্রিয়। যিশুখ্রিস্ট আমার আপনার জন্য এ অশান্ত পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন যেন কেউ কষ্টের মধ্যে না থাকে। মনে রাখতে হবে যে,

যিশু এ অশান্ত পৃথিবীতে জন্ম নিতে আগ্রহী কারণ তিনি পৃথিবীর সকল পাপীকে নিজের মতো করে ভালোবেসেছেন। কোন কষ্ট ভোগ করা তখনই সম্ভব যখন কাউকে ভালোবাসা যায়। তাই যিশুর জন্ম আমাকে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অন্যকে ভালোবাসতে। জার্মানির একজন নাগরিক বলেছেন, "যেখানে ভালোবাসা রয়েছে সেখানে আশ্চর্য কাজ সাধিত হবে।"

বর্তমান সময়ের অস্থিতিশীল পরিবেশ ও অশান্ত পৃথিবীতে মা-মারীয়া যেন শান্তির প্রবর্তক। আমরা যদি মা-মারীয়াকে নিয়ে একটু ধ্যান করি তাহলে আমাদের প্রতি তার বার্তাগুলো জানতে পারব। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে মা-মারীয়া আমাদের যে বার্তা প্রদান করেন তা হলো-

দয়া ও ক্ষমার মানুষ হওয়ার আহ্বান: বর্তমান পৃথিবীতে অনেক মানুষ অভাব ও অনাহারে দিনযাপন করছে। তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা ও দয়ার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা এক শান্তিপূর্ণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গঠন করতে পারি। যুদ্ধ-বিগ্রহের বড় একটি কারণ হলো আমরা একে অন্যকে ক্ষমা করতে পারি না। আর যখনই আমরা ক্ষমা না করে কোন ব্যক্তির প্রতি রাগ ক্ষোভ পুষে রাখি তখনই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তাই মা-মারীয়া আমাদের আহ্বান করেন দয়া ও ক্ষমার মানুষ হয়ে ওঠার জন্য।

ঈশ্বরের ক্ষমতার অদৃশ্য প্রকাশ: যিশুর দীনবেশে জন্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা দৃশ্যমান বড় বড় শাসন বা শক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেন না বরং তিনি আসেন এক শিশুর বেশে অতি সাধারণ পরিবারে জন্ম নিয়ে।

নতুন জীবন প্রবর্তনা: বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে পরিবর্তিত বাস্তবতায় যিশু আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন 'আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন। আমাকে পথ করে না গেলে কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না।'

ভালোবাসার আহ্বান: পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর সর্বজনীন পত্রে লিখেছেন যিশু আমাদের ভালোবেসেছেন তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাই আমাদেরও উচিত বিধানের শ্রেষ্ঠ আদেশ অর্থাৎ প্রতিবেশিকে ভালোবাসা।

শান্তি প্রতিষ্ঠা: বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী যেটিরও বড় অভাব তা হলো শান্তি। আর শান্তিরাজ খ্রিস্ট তার জন্মের মধ্য দিয়ে আমাদের বলছেন এসো আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলে একসাথে কাজ করি।

জপমালা প্রার্থনা ও যুবাদের সাড়া প্রদান

একজন যুবকের চলার পথে রয়েছে নানা পরীক্ষা প্রলোভন। যিশু বলেন, "প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়।" অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, যিশু কেন আমাদের প্রলোভন জয় করতে প্রার্থনা করতে বলেন? এই প্রশ্নটিও করা যেতে পারে: আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার জীবনে কোনদিনও প্রলোভন আসেনি? নিষ্পাপ শিশুদের ছাড়া এমন কোন মানুষই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার জীবনে কোন প্রলোভন আসেনি। প্রলোভন আমাদের জীবনেরই একটি বাস্তবতা। কিন্তু আসলে কি করলে প্রলোভন জয় করা যায়?

প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার সবচেয়ে বড় শক্তি। অর্থ-বিত্ত বা সম্পত্তি দিয়ে কখনো প্রলোভন জয় করা যায় না। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বা ক্ষমতা দিয়েও প্রলোভন জয় করা যায় না। প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার সবচেয়ে বড় শক্তি, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে প্রলোভন জয় করতে শক্তি দান করে।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, "আমি পণ্ডিত ব্যক্তি হতে চাই না, কিন্তু প্রার্থনার মানুষ হতে চাই।" মহাত্মা গান্ধী ধ্যানী ও প্রার্থনাশীল মানুষ ছিলেন বলেই যিশুর মত জীবনের অনেক প্রলোভন জয় করে সাধু-মানুষ হতে পেরেছিলেন।

"কিশোর রত্ন" সাধু ডমিনিক সাভিও তাঁর জীবনে স্বপ্ন দেখেছিলেন এই বলে, "আমি সাধু হতে চাই"। তাঁর পরিবারের প্রার্থনা জীবন থেকেই তিনি এত সুন্দর স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন। তিনি প্রতিদিন সবার আগে গির্জায় যেতেন। প্রার্থনার শক্তিতে ও ঐশ করুণায় বলীয়ান হয়ে তিনি শপথ করেছিলেন, "আমি মরবো, তবুও পাপ করবো না। পাপ করার চেয়ে মৃত্যু ভালো।"

বর্তমানে পরিবারগুলোতে অনেক সমস্যা বিদ্যমান। আর বেশিরভাগ সমস্যার মূলে যুবক-যুবতীরা। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সমাজ ব্যবস্থার কারণে যুব সমাজ বর্তমানে বিপথে যাচ্ছে যার ফলে পরিবারে নানাবিধ সমস্যা। এছাড়াও দরিদ্রতা, বেকারত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ, অবৈধ বিবাহ, বহু বিবাহ, অনৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত ধ্যান প্রার্থনার অভাব, পারিবারিক প্রার্থনায় শিথিলতা, গির্জা প্রার্থনায় অনিহা ইত্যাদি। এসব সমস্যা সমাধানে যুব সমাজের প্রার্থনা একটি বড় শক্তি কারণ মা তার সন্তানকে অনেক বেশি ভালোবাসেন।

মা মারীয়ার গুণাবলী ও যুবাদের করণীয়

● মারীয়া ছিলেন সহজ, সরল, আদর্শ ও বিনম্র নারী। তিনি বাধ্য, বিনয়ী ও পদাবনতী নারী। তাই আমাদের যুবজীবনে উচিত মা-মারীয়ার ন্যায় সহজ-সরল ও বাধ্যতার জীবন গঠন।

● তিনি অনুগত্য ও প্রার্থনাশীল নারী। আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হলো প্রার্থনা। তাই আমাদের প্রতিনিয়ত প্রার্থনার মানুষ হয়ে উঠতে হবে।

● মারীয়া ধ্যানময়ী এবং ঐশবাণী ধারণকারিণী ও বাহিকা নারী। আমাদেরও প্রতিনিয়ত ঈশ্বর আহ্বান করেন তাঁর বাণী প্রচার করতে। তাই আমাদের হয়ে উঠতে হবে মঙ্গলবাণীর একনিষ্ঠ প্রচারক।

● তিনি অমলোদ্ভবা, নিষ্কলঙ্কা ও আদিপাপ বর্জিতা। আমরা কেউ আদিপাপ বর্জিত না কিন্তু আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে জগতের মোহ-মায়া হতে নিজেকে বিরত রাখা।

● মা-মারীয়া যিশুর প্রথম অলৌকিক কর্মের সহকারিণী। আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে খ্রিস্টের বাণী অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যিশুর একনিষ্ঠ সেবক হয়ে ওঠা।

● যিশুর প্রচার জীবনে মারীয়া বিনম্র ও বিশ্বস্তা নারী। আমাদেরও প্রত্যেককে বিনম্রচিত্তে যিশুর বাণী ধারণ ও বহন করতে হবে।

● মারীয়া ছিলেন বন্ধুসুলভ ও সুসম্পর্কের অধিকারী। তাই মায়ের গুণে গুণান্বিতা হয়ে আমাদেরকেও সকলের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার্থে কাজ করতে হবে।

জপমালা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা

যিশুর মা মারীয়া মানব মুক্তির ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। মা-মারীয়ার জীবনী আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে সঠিক ও নির্ভয় জীবন যাপন করতে। জপমালা প্রার্থনার সাথে একাত্ম হয়ে পোপগণ মারীয়াকে মণ্ডলীতে গুরুত্ব দিয়েছেন। পোপ দশম লিও (১৫১৩-১৫২১) ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসকে 'জপমালার মাস' হিসেবে ঘোষণা দেন। পোপ ত্রয়োদশ লিও জপমালা প্রার্থনা বিষয়ে বলেন, "যে সমস্ত মন্দতা সমাজকে আক্রান্ত করে তা প্রতিহত করার জন্য জপমালা হলো একটি কার্যকর উপায়।" কার্ডিনাল সাধু হেনরী নিউম্যান তার জীবন থেকে বলেন, "জপমালা প্রার্থনার চেয়ে আনন্দদায়ক আর কিছু নেই।" এছাড়াও যারা প্রতিনিয়ত জপমালা প্রার্থনা করে, মা মারীয়া তাদের ১৫ টি প্রতিজ্ঞা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই ভক্তি ভরে ও শ্রদ্ধা সহকারে যতবার আমরা রোজারিমালা আবৃত্তি করি ততবারই মণ্ডলীর সাথে একাত্ম হই এবং ঐশ অনুগ্রহ লাভের প্রীতিভাজন হয়ে উঠি। তাই আমাদের যুবা জীবনে মা-মারীয়ার জপমালা প্রার্থনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মধ্য দিয়েই আমরা পরম পিতার প্রিয় সন্তান হয়ে উঠতে পারি। তাই আসুন, আমরা প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করি এবং মায়ের স্নেহতলে জীবন কাটাই।

তথ্যসূত্র: কস্তা এস দিলীপ: প্রণাম মারীয়া: দয়াময়ী মাতা, প্রতিবেশী প্রকাশনী, ঢাকা।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সংখ্যা ৫, ২০২২

শিশুর স্পর্শ হবে আরামদায়ক ও মানবিক

লিলি আন্তনিয়া গমেজ

আজ দেশজুড়ে শিশু ধর্ষণের নিন্দা, ঘৃণা ও প্রতিবাদ চলছে। তারপরও প্রতিদিন পত্রিকায় উঠে আসছে শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণের খবর। এই নির্যাতন এবং নিপীড়নের শিকার যে শুধু মেয়ে শিশুরাই এমন নয়; ছেলে শিশুরাও এই নির্যাতন এবং নিপীড়নের শিকার। ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন আছে, হয়তো ধর্ষণের বিরুদ্ধে দেশে আরো কঠিন আইন হবে, প্রকাশ্যে শাস্তির ব্যবস্থা হবে, তারপরও কি শিশুরা নিরাপদ হবে? এই গ্যারান্টি বোধ হয় আমরা কেউ দিতে পারছিনা। তাই বর্তমান সমাজে শিশুকে নিরাপদ রাখার জন্য সবাইকে একযুগে তথাকথিত কিছু ধ্যান ধারণা এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা যেমন জরুরী তেমনি কিছু প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে কথা বলাও জরুরী। যেমন:

● ছেলেমেয়েদের সাথে যৌনতার বিষয়ে পিতামাতা কেন কথা বলবে না? বলা প্রয়োজন কারণ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়গুলো পরিবারের উপর বর্তায়।

● পিতামাতারা যদি ছেলেমেয়েদের দায়িত্বশীল যৌন আচরণ সম্পর্কে না জানে বা কথা বলতে না পারে তাহলে তারাইবা শিখবে না কেন? শিশুকে সঠিকভাবে শিক্ষা এবং নিরাপত্তা দেয়ার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া কোন বিকল্প নেই, তাই প্রয়োজনে পিতামাতাকে সহায়তা নিতে হবে।

● ধর্ষণে যদি নারীর সম্ভ্রম নষ্ট বা শ্লীলতাহানি হয় তাহলে পুরুষেরও হবে না কেন? কারণ মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান সম্মান এবং মর্যাদা আছে যা আইনেও স্বীকৃত। বিষয়টি সমতার দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন।

● স্কুলে শিক্ষকগণ যৌনতা, শিশুর ভাল স্পর্শ এবং খারাপ স্পর্শ সম্পর্কে কেন শিক্ষা দিবে না? ধর্ষণকে প্রতিরোধ করার কায়দাকানুন কেন শেখাবেনা? পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি জীবনদক্ষতা শিক্ষাগুলো ছেলেমেয়েদের জীবন নিরাপদ রাখতে এবং ক্ষমতায়ন করতে সহায়তা করে। তাই তাদেরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

পৃথিবীর সকল পিতামাতা বা অভিভাবকগণ সেবা ও যত্নের মাধ্যমে শিশুকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ভালোবেসে তাদেরকে জড়িয়ে ধরে, কোলে নেয় এবং সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। মা-বাবার প্রতিটি স্পর্শ শিশুর জন্য কাঙ্ক্ষিত, আরামদায়ক এবং মানবিক। কখনো কখনো শিশুদের স্পর্শ আরামদায়ক হয় না, হয়ে উঠে অস্বস্তিকর এবং অমানবিক। যাকে আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি খারাপ স্পর্শ। এই খারাপ স্পর্শের শিকার শুধু মেয়ে শিশুরা হয় এমন নয়, ছেলে শিশুরাও হয়। এই বিষয়টি অনেক পিতামাতা বা অভিভাবকগণ গুরুত্ব দেয় না। এমনকি কম বয়সী শিশুকেও কেউ খারাপভাবে স্পর্শ করতে পারে তা বাবা-মাসহ বড়রা অনেক সময় বিষয়টি ধারণাও করতে পারে না। অথচ এই ধরনের ঘটনা অহরহ হয়ে যাচ্ছে

এবং শিশুরা মানসিক ও শারীরিকভাবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভুগছে। দুই বছর বয়স থেকে শিশুরা তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের নাম জেনে যায়। তাই এ সময় থেকেই তাদের অঙ্গের নাম সঠিকভাবে শেখানো দরকার, যাতে শরীরের সঠিক পরিচিতি জানতে পারে। প্রত্যেক শিশুকে তার ব্যক্তিগত সীমানা সম্পর্কে জানাতে এবং চিনাতে হবে। এই বিষয়গুলো খোলামেলা আলাপ করার জন্য পিতামাতাকে জানতে এবং অনেক ধৈর্য রাখতে হবে।

প্রতিটি শিশুর শিক্ষাস্তরের শুরুতেই জানাতে হবে এবং বুঝাতে হবে যে, প্রতিটি স্পর্শ তাদের মা-বাবা এবং পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্যদের মতো আরামদায়ক হয় না। সুতরাং, কে তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে বা পারবে না, তা ঠিক করার অধিকার তোমার আছে। কেউ চাইলেই তোমার শরীরে বা ব্যক্তিগত অংশে স্পর্শ বা আঘাত করতে পারে না। তোমার শরীর তোমার ব্যক্তিগত সম্পদ এবং অধিকার। সুতরাং, কেউ যদি তোমাকে খারাপভাবে স্পর্শ করতে চায়, তাহলে তোমার অধিকারের পক্ষে তোমাকে কথা বলতে হবে। একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক/শিক্ষক হিসেবে এই বিষয়ে আগে থেকেই এই ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে শিশুকে ধারণা দেয়া দরকার যাতে এই ধরনের ঘটনার শিকার হলে কোনভাবে শিশুরা যেন হীনমন্যতায় না ভোগে। তাই ভাল এবং খারাপ স্পর্শ সম্পর্কে প্রতিটি শিশুর জানা দরকার।

ভাল স্পর্শ/আচরণ: যে স্পর্শে শিশু আরাম পায়, স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ অনুভব করে সেটিই ভাল স্পর্শ। যেমন:- বন্ধুর হাত ধরা, শিক্ষকের স্পর্শ, অভিভাবকের উপস্থিতিতে চিকিৎসকের স্পর্শ ইত্যাদি। তবে তারা যদি গোপন স্থানে স্পর্শ করার চেষ্টা করে তবে তা অবশ্যই খারাপ স্পর্শ। তাছাড়া পিঠে আলতো ভাবে হাত রেখে অভিনন্দন বা প্রশংসা করা, মাথায় হালকা ভাবে হাত রেখে আদর করা, দোয়া করা বা আশীর্বাদ করা, পড়ে গেলে হাত ধরে উঠানো ইত্যাদি। কোন কাজে সাহায্য করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে শরীরে স্পর্শ লাগলে এটিকে খারাপ স্পর্শ বলা যাবে না।

খারাপ স্পর্শ/আচরণ: যে স্পর্শে অস্বস্তি হয় এবং বিরক্ত লাগে, অমানবিক সেটিই হলো খারাপ স্পর্শ বা আচরণ। সহজভাবে বললে শরীরে যে অংশ কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয় সে সব অংশে খারাপ উদ্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে স্পর্শ করাটা হলো খারাপ স্পর্শ। যেমন: শিশুকে জবরদস্তি করে আদর করা, চুমু খাওয়া, জোর করে কোলে নেয়া, শরীর চাপাচাপি করা, শিশুকে পোশাক বদলের নাম করে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে গোপন অঙ্গে হাত দেয়া, শিশুর গোপন অঙ্গের বা খালি গায়ের ছবি তোলা, পর্ণ ছবি দেখানো, যৌন অঙ্গে হাত দেয়া বা যৌন অঙ্গ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

খারাপ স্পর্শের/আচরণের ক্ষতিকর প্রভাব ও লক্ষণসমূহ:

এই খারাপ স্পর্শ/আচরণ শিশুর মনোজগতে বিশেষ প্রভাব ফেলে যা শরীরকেও আক্রান্ত

করে। খারাপ স্পর্শের শিকার এমন শিশুরা তাদের শৈশবের দুঃসহ স্মৃতি সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়াতে পারে। অনাকাঙ্ক্ষিত কোন কোন ঘটনা শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। শিশুকে আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে ওঠতে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। তাদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। একটু খেয়াল করলেই শিশুর আচরণের পরিবর্তনগুলো পিতামাতা ও শিক্ষকগণ বুঝতে পারে। নিম্নে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর কিছু লক্ষণ তুলে ধরা হলো:

- ➢ নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা স্থানকে এড়িয়ে চলা, যদি সেটি স্কুল হয় তাহলে স্কুলে যেতে না চাওয়া;
- ➢ শারীরিক কোন সংস্পর্শে ভয় পাওয়া;
- ➢ ঘরের কোনায় লুকিয়ে থাকা বা আচরণ আক্রমণাত্মক হওয়া;
- ➢ খাওয়া-দাওয়া বা খেলাধুলায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে;
- ➢ পড়াশোনায় মনোযোগ কমে যেতে পারে এবং রেজাল্ট খারাপ হতে পারে;
- ➢ অল্পতেই মেজাজ খারাপ হতে পারে বা চুপচাপ হয়ে যেতে পারে;
- ➢ কারো কারো চিৎকার বা কান্নার প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে;
- ➢ কেউ কেউ অনিরাপদবোধ করে এবং অল্পতেই ভয় পায়;
- ➢ ঘুমাতে অসুবিধা হতে পারে বা মাকে আঁকড়ে ধরে শুতে পারে;
- ➢ ঘুমের সময় বারে বারে দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে বা বিছানা ভেজাতে পারে;
- ➢ গোপনাঙ্গে ব্যথা বা অস্বস্তির কথা বলতে পারে।

তবে এই ধরনের কোন একটি লক্ষণ দেখলেই এই ধরনের কোন খারাপ ঘটনা হয়েছে; তা ধরে নেয়া ঠিক হবে না। বিষয়টি খেয়াল করতে হবে। যদি একাধিক পরিবর্তন দেখা যায় তাহলে কোন কাউন্সেলার, ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মী কিংবা প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সাথে আলাপ করলে ভাল।

প্রতিরোধে শিশুর করণীয়:

কোন শিশু কোন ভাবে খারাপ স্পর্শের সম্মুখীন হলে সে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং সে সব সময় ভয় পায়। এই বিষয়টি যেহেতু মানুষের অনুভূতির সাথে মিশে থাকে তাই তাদের আচরণ দেখে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। শিশুর প্রতি কোন খারাপ স্পর্শ/আচরণ হয়ে থাকলে বা সম্ভাবনা থাকলে শিশুকে কি করতে হবে তা জানাতে হবে এবং শিশুকে করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যেমন:

➢ কেউ জবরদস্তি করে আদর করলে বা কেউ তার গোপন অঙ্গ দেখাতে বললে বা অন্য কেউ তার গোপন অঙ্গে হাত দিতে বললে বা স্পর্শ করতে উদ্যত হলে জোরে চিৎকার করতে হবে।

➢ তাছাড়া 'তুমি এভাবে আমাকে ধরতে পারো না' বা খারাপ কথা বলতে পারো না তা বলতে হবে।

➢ ঐ জায়গা থেকে যেখানে পরিচিত লোকজন আছে সেখানে দ্রুত সরে আসতে হবে।

➢ এই ধরনের ঘটনার কথা মা-বাবাকে অবশ্যই নির্দ্বিধায় বলতে হবে। কারণ এটি কোন সিক্রেট বা গোপন বিষয় নয়।

➢ এমনকি যদি এটি কোন নিকট আত্মীয়, চাচা, মামা, খালা বা ফুফু হয় তাহলেও বলতে হবে।

➢ কোন শান্ত বা আরামদায়ক পরিস্থিতি থাকলেও যদি কেউ এই খারাপ স্পর্শের/আচরণের শিকার হয় তাহলেও পিতামাতকে বলতে হবে।

প্রতিরোধে পিতামাতার করণীয়

কোন শিশুর নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিয়ে পিতামাতা যখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে তখন পৃথিবী তার কাছে অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রতিরোধ্য মনে হতে পারে। তাই শিশুকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখা পিতামাতা বা অভিভাবকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর মধ্যে একটি প্রধান দায়িত্ব। যদিও শিশুদের খারাপ স্পর্শ/আচরণ নিয়ে কথা বলা বা ধারণা দেয়া একটি সংবেদনশীল বিষয়। তারপরও আজকের দিনের অভিভাবকদের এই বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে দায়িত্বশীল হতে হবে।

➢ বাইরের কারো সামনে শিশুর পোশাক বদল বা গোসল না করানো;

➢ শিশুর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা;

➢ প্রতিদিন শিশুদের সাথে কথা বলা এবং তাদের ভাল লাগা ও মন্দ লাগা বিষয়গুলো দিন শেষে আলাপ করার অভ্যাস গড়ে তোলা;

➢ শিশুর সাথে গুণগত সময় কাটানো যেন শিশুরা তাদের মনের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। শিশুকে ছোট ছোট দায়িত্ব দেয়া এবং ছোট ছোট পছন্দের সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ তৈরি করা;

➢ শিশুদের শেখাতে হবে যখনই তারা কোন বিষয়কে ঠিক মনে না হবে, তখনই এই সম্পর্কে কথা পিতা-মাতাকে বলতে হবে।

➢ যদি বাবা-মা, অভিভাবক এই লক্ষণগুলো খেয়াল করেন তবে তাদের সন্তানের সাথে খুব নরমভাবে/মৃদুভাবে কথা বলতে হবে এবং এই বিষয়ে কোন তাড়াহুড়ো করা যাবে না। তাদের সাথে কথা বলার জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেন তারা বিচার বা শাস্তির ভয় ছাড়া তাদের অনুভূতি সহভাগিতা করতে পারে।

➢ কোন রকম দ্বিধা না করে সহজভাবে শিশুদের বয়স অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করে ভাল স্পর্শ ও খারাপ স্পর্শ সম্পর্কে আলাপ করতে হবে।

➢ কোন গল্পের মাধ্যমে বা উদাহরণের মাধ্যমে সহজ শব্দ ব্যবহার করে বললে শিশুরা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে।

➢ এই বিষয়গুলো খোলামেলা আলাপ করার জন্য পিতামাতাকে অনেক ধৈর্য রাখতে হবে।

➢ শিশুদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

উপসংহার:

অনেক সময় শিশুরা খারাপ কোন অনুভূতি বা অস্বস্তির কথা বলতে চায় না। তবে তাদের শেখাতে হবে যেকোন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির কথা স্বাভাবিকভাবে পিতামাতার কাছে বলতে পারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়ে কথা বলতে পারলে তাদের জীবনের জন্য ভাল হবে। শিশুদের ভাল স্পর্শ এবং খারাপ স্পর্শ শেখার মাধ্যমে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের ক্ষতি এড়িয়ে চলতে পারে। এই ক্ষমতা ভবিষ্যতেও নিজের ব্যক্তিগত সীমানা ও সম্মান নির্ধারণে ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের বিষয়গুলো আলাপ করা কঠিন হলেও একটু ধৈর্য ধরে এবং ধারাবাহিকভাবে করতে পারলে সন্তানদের সুস্থতা এবং নিরাপত্তা বজায় রাখতে এটিও হবে একটি ভাল বিনিয়োগ। এই ধরনের আলাপ সন্তানের সাথে যেকোন বয়সে শুরু করা যায় তবে ছোট বয়স থেকে করলেই ভাল। শিশুরা কোন খারাপ স্পর্শের সম্মুখীন হোক, তার পারিপার্শ্বিক মানুষগুলো সম্পর্কে অবিশ্বাস তৈরি হোক তা কারোর কাছেই কাম্য নয়। বরং সবার আদর যত্নে তারা জাতির ভবিষ্যত হিসেবে আরো মানবিক হয়ে উঠুক এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

নিসীয় মহাধর্মসভা ও বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭০০ বর্ষপূর্তি

ফাদার ফ্রান্সিস এস রোজারিও

প্রারম্ভিকা

কাথলিক মণ্ডলী যখন মহা আড়ম্বরের সাথে 'আশার তীর্থযাত্রী-২০২৫' জুবিলীবর্ষ উদ্‌যাপন করছে, ঠিক সে মুহূর্তেই চতুর্থ শতাব্দীতে মণ্ডলীতে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রথম মহাধর্মসভা, তথা 'নিসীয় মহাসভা'র ১৭০০ বছর পূরণ করছে। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে চতুর্থ শতাব্দীকে কাথলিক মণ্ডলীর জন্য একটি স্বর্ণালী সময় বলা যায়। কারণ ৩১৩ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট কন্‌স্টানটাইনের অধীনে খ্রিস্টধর্ম একটি পৃথক ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং প্রকাশ্যে তা অনুশীলন করারও অনুমোদন লাভ করে। উক্ত ঘোষণার ঠিক এক যুগ পরেই, ৩২৫ খ্রিস্টবর্ষে অনুষ্ঠিত নিসীয় মহাধর্মসভা কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসতত্ত্ব সুরক্ষা ও গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। রোমান সম্রাট কন্‌স্টানটাইন-এর আহ্বানে এ মহাধর্মসভা নিসীয় (বর্তমান তুরস্ক) নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। তুখোর বাগ্মী সাধু আথানাসিউস এবং বিভিন্ন দেশের উপস্থিত প্রায় ৩১৮ জন প্রতিনিধি বিশপের সম্মতিতে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্ম-মতের বিরুদ্ধে, বিশেষত আরিয়াসের ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব সুরক্ষায় 'নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র' নামে খ্রিস্টধর্মের প্রধান নিগূঢ় তত্ত্বগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। নিসীয় নামক স্থানে বা শহরে মণ্ডলীর এ মহাধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে- 'নিসীয় মহাধর্মসভা' এবং উক্ত সভায় খ্রিস্ট বিশ্বাসমন্ত্রের মূলতত্ত্বগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বিধায় তা 'নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র' নামে অধিক পরিচিত। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত এ মহাধর্মসভায় লিপিবদ্ধ বিশ্বাসমন্ত্রটিই বিশ্বের সকল খ্রিস্ট বিশ্বাসীকে একত্রে, একই খ্রিস্ট বিশ্বাস ও শিক্ষায় একীভূত করেছে। এছাড়া, পবিত্র বাইবেলের পরে মাতা-মণ্ডলীতে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়। অন্যথায় বলা যায় যে, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র হলো কাথলিক মণ্ডলীর খ্রিস্ট-বিশ্বাসের বিশ্বাসতত্ত্ব ও সার-সংক্ষেপ।

মহাধর্মসভা

কাথলিক মণ্ডলীর শুরু থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক ধর্মসভা ও মহাসভা অনুষ্ঠিত হলেও মণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত ২১টি মহাধর্মসভা রয়েছে। উক্ত ২১টি মহাধর্মসভার মধ্যে প্রথম সহস্রাব্দে ৮টি মহাধর্মসভা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিভাজনের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে (১০৫৪ খ্রিস্টবর্ষ); অন্য আরো ১০টি মহাধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মার্টিন লুথার কর্তৃক প্রটেস্টান্ট আন্দোলনের (১৫১৭ খ্রিস্টবর্ষ) পূর্ববর্তী সময়ে এবং পরবর্তীকালে বাকী ৩টি ধর্মমহাসভা যথাক্রমে- ট্রেন্ট এবং ভাতিকান প্রথম ও দ্বিতীয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণ অর্থে বলা যায় যে, ধর্মসভা মণ্ডলীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্থানীয় ধর্মপাল (বিশপীয় সিনড্), অথবা পোপের সাথে ধর্মপালদের আলোচনাকে নির্দেশ করে। কিন্তু মহাধর্মসভা বলতে কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান ধর্মগুরু পোপের আহ্বানে বিশ্বের সকল ধর্মপাল বা প্রতিনিধি বিশপগণের অংশগ্রহণে মণ্ডলীর কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে নির্দেশ করে। নিসীয় মহাধর্মসভাটি কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাসে প্রথম মহাধর্মসভা ও মণ্ডলীর সত্য বিশ্বাস রক্ষায় এবং বিশ্বাসের ঐশতত্ত্ব লিখিতরূপ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যথায়, 'নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র'ই হলো কাথলিক মণ্ডলীর মহাধর্মসভা কর্তৃক গৃহীত ও লিখিতরূপে প্রথম আনুষ্ঠানিক ধর্মতত্ত্ব (Doctrine)।

মণ্ডলীর প্রথম মহাধর্মসভা ও প্রেক্ষাপট

মহান রোম সম্রাট কন্‌স্টানটাইনের শাসনামলে মণ্ডলী ও খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের প্রতি রোমীয় সম্রাটদের পরিকল্পিত নৃশংস ও অমানবিক অত্যাচার বন্ধ হয়ে খ্রিস্ট বিশ্বাস অনুশীলনের একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। তবে খ্রিস্টবিশ্বাস বিস্তার ও অনুশীলনের পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাস বিরোধী বিভিন্ন ভ্রান্ত-শিক্ষা ও মতবাদ খ্রিস্ট মণ্ডলীকে ক্রমেই ক্ষত-বিক্ষত করছিল। এদের মধ্যে আরিয়াস (৩৩৬ খ্রিস্টবর্ষ) ছিলেন অন্যতম। আরিয়াস ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া শহরের একজন শিক্ষিত ধর্মযাজক। তিনি প্রাচীন শহর আন্তিয়োক নগরে শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং যাজকীয় গঠন শেষে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা হিসাবেও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তার প্রচারকালে তিনি তাঁর শিক্ষায়, বক্তৃতায়, উপদেশে, লেখায় ও গানের মাধ্যমে জনগণের কাছে যিশুর মানব দেহ-ধারণ সংক্রান্ত এক নতুন ধরণের ভ্রান্ত-মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। তার মতে, যিশুখ্রিস্ট, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ মাত্র। ঈশ্বরের মতো তিনি অনাদি-অনন্ত না হলেও, তিনি দিব্য সদ্‌গুণে ভূষিত। তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় হলেও, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর নন। অর্থাৎ, তার মতে, পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর থেকে জাত নন; বরং পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের সৃষ্ট সৃষ্টি মাত্র। আরিয়াস তার এ শিক্ষায় যিশুর ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করেন ও জনগণের কাছে তা প্রচার করতে থাকেন। আরিয়াসের প্রচারিত এমন ভ্রান্ত ও বিকৃত মতবাদ সর্বপ্রথম তৎকালীন আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপাল বা বিশপ, বিশিষ্ট বাগ্মী এবং ধর্মাচার্য সাধু আথানাসিউস অস্বীকার এবং বর্জন করেন। প্রকৃতপক্ষে, আচার্য সাধু আথানাসিয়াস যিশু ঈশ্বরের মানব-দেহ গ্রহণে দৃঢ় বিশ্বাস ও সমর্থন করতেন এবং আরিয়াসের ভ্রান্ত মতবাদ ও শিক্ষার ঘোরতর বিরোধিতা করেন। বাস্তবে আরিয়াসের অক্লান্ত প্রচার, উপদেশ ও শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আদি-মণ্ডলীর অনেক সাধারণ খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ বিশ্বাসের জীবনে বিভ্রান্ত হলেন এবং উক্ত বিষয়ে খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণ নিজেদের মধ্যে তর্ক ও বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন। খ্রিস্ট মণ্ডলীর সূচনার পর চতুর্থ শতাব্দীতে এসে খ্রিস্টধর্মের মূল শিক্ষা ও তত্ত্বের উপর এবারই প্রথম আঘাত এসেছে এবং যা মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্য থেকেই সূচনা হয়েছে। ফলে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে খ্রিস্ট বিশ্বাসে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং খ্রিস্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে চাপা-উত্তেজনা, দলাদলি ও মতভেদও দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, রোম সাম্রাজ্যে জনগণের মধ্যে, বিশেষ করে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। খ্রিস্টানদের এমন আচরণে স্বয়ং সম্রাট কনস্টানটাইন এক প্রকার অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি প্রকাশ করে স্থানীয় খ্রিস্ট ধর্মীয় প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, রোম সম্রাট কনস্টানটাইন ২৮ অক্টোবর ৩১২ খ্রিস্টবর্ষে 'ক্রুশের প্রতিচ্ছবি' দেখে টাইবার নদীর উপর নির্মিত মেলভিন সেতুতে তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের পর রোম সাম্রাজ্যে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের সাথে খ্রিস্টধর্ম পালন ও প্রচারে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং খ্রিস্টানদের উপর সকল নির্যাতন বন্ধের ঘোষণা দেন। পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্যে এ ধরণের ধর্মীয় অরাজকতা এবং বিশেষত খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন দলাদলি লক্ষ্য করে সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের এ মতভেদ দুরীভূত করতে আলোচনা সাপেক্ষে বিশপদের অংশগ্রহণে খ্রিস্ট বিশ্বাসের মৌলিক তত্ত্ব ও শিক্ষা নির্ণয়ের জন্য একটি মহাধর্মসভা আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলে রোম সম্রাট কনস্টানটাইন নিজ উদ্যোগে 'নিসীয়' নগরে মণ্ডলীর প্রথম মহাধর্মসভা আহ্বান করেছিলেন এবং এ মহাধর্মসভায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিশপদের যাত্রার ব্যয়ভার রোমের রাজকোষাগার থেকে বহন

করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, এ সময় রোমের বিশপ এবং কাথলিক মণ্ডলীর পোপ ছিলেন সাধু সিলভেস্টার (৩৩৭ খ্রিস্টবর্ষ)। বয়স্ক পোপ সিলভেস্টার নিসীয় শহরের দূরত্ব ও যাত্রা পথের ক্লান্তি বিবেচনায় উক্ত মহাধর্মসভায় তিনি রোম থেকে তাঁর দু'জন প্রতিনিধি ধর্মপালকে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁরা মহাসভায় পোপের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কিন্তু সম্রাট কনস্টানটাইন উক্ত মহাধর্মসভায় স্বয়ং নিজে উপস্থিত ছিলেন এবং সভার যুক্তি-তর্ক লক্ষ্য এবং অনুসরণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, বিশিষ্ট ধর্মাচার্য, বাগ্মী এবং সাধু আথানাসিউস উক্ত সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বলা যায়, তিনিই তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তি তর্কের মাধ্যমে এ মহাসভায় খ্রিস্ট বিশ্বাসের মূল বিশ্বাসতত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। এমনও বলা হয় যে, উক্ত মহাসভায় উত্তেজনায় যখন তর্কের ঝড় উঠেছিল, তখন স্বয়ং সম্রাট উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণকারীদের সংযত থাকতে নির্দেশ দেন। এছাড়া কথিত আছে যে, বিশপ সাধু নিকোলাস (বর্তমানে সান্তা ক্লজ নামে অধিক পরিচিত) এ নিসীয় মহাসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আরিয়াসের উপস্থাপনায় এবং তার একরোখা যুক্তির উপর বিরক্ত হয়ে ও রাগে বিক্ষুব্ধ হয়ে আরিয়াসের নাক-মুখ বরাবর সজোরে এক ঘুষি মেরেছিলেন; এতে আরিয়াস আহত হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীতে বিশপ সাধু নিকোলাস অবশ্য তাঁর এ কাজের জন্য অনুতপ্তও হয়েছিলেন। উক্ত মহাধর্মসভায় প্রায় দীর্ঘ তিন মাস (২০ মে- ২৫ আগস্ট, ৩২৫ খ্রিস্টাব্দ) গভীর ধর্মালোচনা, যুক্তি-তর্ক উপস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণের পর উপস্থিত বিশপ, বিজ্ঞ-ব্যক্তি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, আরিয়াসের শিক্ষা ও মতবাদ প্রকৃত খ্রিস্ট বিশ্বাস ও শাস্ত্র বিরোধী এবং ভ্রান্ত; তাই খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের এ শিক্ষা ও মতবাদ অবশ্যই বর্জনীয়। মণ্ডলীর ধর্মীয় মূলতত্ত্ব সম্পর্কে যেন পরবর্তীতে আর কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে, সেই জন্য সুস্পষ্টভাবে 'নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রে' কাথলিক খ্রিস্ট বিশ্বাসের নিগূঢ় তত্ত্বগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে মণ্ডলীর বিশ্বাসতত্ত্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণের আর কোন সুযোগ রইলো না; যা আজও পর্যন্ত কাথলিক মণ্ডলী ঐতিহাসিক ভাবে সত্য বিশ্বাসতত্ত্ব হিসাবে ধারণ, পালন ও সংরক্ষণ করে আসছে। কাথলিক মণ্ডলী তাঁর অস্তিত্ব লাভ করেছে স্বয়ং যিশু খ্রিস্টেরই কাছ থেকে, তাই কাথলিক মণ্ডলী খ্রিস্টের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত এবং প্রেরিতশিষ্যগণ স্বয়ং যিশুর কাছ থেকে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এবং যা পরবর্তীতে তাঁরা প্রচার করেছেন, তাই নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র ও ধর্মতত্ত্ব

কাথলিক মণ্ডলীতে দু'টি বিশ্বাসমন্ত্র প্রচলিত রয়েছে- প্রথমত- প্রৈরিতশিষ্যগণের বিশ্বাসমন্ত্র এবং দ্বিতীয়ত- নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র। তবে, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রটি কাথলিক বিশ্বাসের মৌলিক ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন করে। উক্ত বিশ্বাসমন্ত্রে পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সম্পর্ক ও শাশ্বত জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসের মৌলিক ধর্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের মাধ্যমেই কাথলিক মণ্ডলী তার প্রথম ও পালনীয় বিশ্বাসের ধর্মতত্ত্ব ঘোষণা করে। মণ্ডলীর ইতিহাসে পরবর্তীকালে বিভিন্ন মহাধর্মসভায় কাথলিক বিশ্বাস ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বগুলো কাথলিক মণ্ডলীর সত্য শিক্ষাকে আরো সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ় করেছে। নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র গঠনের পর রোমীয় খ্রিস্টমণ্ডলী ও অন্যান্য খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে পুনরায় সত্য বিশ্বাস ও শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে বলা যায় যে, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র সমগ্র খ্রিস্ট বিশ্বাসীকে একত্রে, এক ও অভিন্ন খ্রিস্ট-বিশ্বাসে যুক্ত করেছে। যিশু যেমন ১২ জনকে তাঁর প্রেরিতশিষ্য মনোনীত করেছিলেন, তেমনিভাবে প্রেরিতগণের বিশ্বাসমন্ত্রে মোট ১২টি ধাপ বা ভাগ রয়েছে। তবে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের লিখিত উপস্থাপনায় একটু ভিন্নতা রয়েছে। যথাক্রমে– *"এক পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান পিতা, স্বর্গমর্তের দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্তের সৃষ্টিকর্তায় আমি বিশ্বাস করি; আমি বিশ্বাস করি এক প্রভু যিশু খ্রিস্টে, পরমেশ্বরের একমাত্র-জাত পুত্র এবং সর্বযুগের পূর্বে পিতা হতে জাত; পরমেশ্বর হতে পরমেশ্বর, জ্যোতি থেকে জ্যোতি, সত্যেশ্বর হতে সত্যেশ্বর; তিনি জাত, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ, তাঁর দ্বারা সমস্তই হলো সৃষ্ট; মানবজাতি আমাদের জন্য এবং আমাদের নিস্তারের উদ্দেশে স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন; এবং পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করে জন্মালেন এবং মানুষ হলেন; তিনি পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হলেন; যাতনাভোগ করলেন ও সমাধিস্ত হলেন; শাস্ত্র অনুসারে তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করলেন; এবং স্বর্গে আরোহন করলেন ও পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন; তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে পুনরাগমন করবেন- তাঁর রাজত্বের শেষ হবে না। আমি বিশ্বাস করি প্রভু ও জীবনদায়ী পবিত্র আত্মায়; তিনি পিতা ও পুত্র হতে সম্ভূত, পিতা ও পুত্রের সাথে সমতুল্যভাবে গৌরবান্বিত ও আরাধিত; তিনি প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন। আমি বিশ্বাস করি এক পবিত্র সর্বজনীন ও প্রৈরিতিক খ্রিস্ট মণ্ডলীতে, আমি স্বীকার করি পাপ মোচনার্থে এক দীক্ষাস্নান; আমি মৃতদের পুনরুত্থান ও শাশ্বত জীবনের প্রত্যাশা করি। আমেন।"* উক্ত বিশ্বাসমন্ত্রটি কাথলিক বিশ্বাসের প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করে থাকে। অন্য কথায় বলা যায়, চতুর্থ শতাব্দীর নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র খ্রিস্ট বিশ্বাসের যৌক্তিক, দার্শনিক, বিশ্লেষণধর্মী ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপন। ঐতিহাসিক ভাবেই খ্রিস্ট মণ্ডলীতে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতেই ত্রিত্ব-ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং ঈশ্বর-জননী মারীয়ার ধর্মতত্ত্ব বিস্তার ও পরিপক্কতা লাভ করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও বিশ্বাসমন্ত্রের গুরুত্ব

সাধারণভাবে বিশ্বাসমন্ত্র হলো আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। আমরা যা বিশ্বাস করি, বিশ্বাসমন্ত্রে তাই আমরা স্বীকার করে থাকি। প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসীর জীবনে বিশ্বাসমন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যথায় বলা যায় যে, বিশ্বাসমন্ত্রের মধ্য দিয়েই, প্রত্যেক কাথলিক খ্রিস্ট বিশ্বাসী তাঁর খ্রিস্টবিশ্বাস স্বীকার করেন। একজন খ্রিস্ট বিশ্বাসী বিশ্বাসমন্ত্রে যা স্বীকার করেন, তিনি তার জীবনে তা ধারণ ও পালন করে থাকেন। এছাড়া বিশ্বাসমন্ত্র খ্রিস্ট বিশ্বাসীর বিশ্বাসের জীবনের নিয়ামক ও পরিচায়ক। অন্যথায় বলা যায় যে, বিশ্বাসমন্ত্রের আলোকেই খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভক্তের মুল্যবোধ, নৈতিকতা ও বিশ্বাসের জীবন গঠিত হয়। উপরন্তু, বিশ্বাসমন্ত্র স্বীকারের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকল কাথলিক খ্রিস্ট বিশ্বাসীকে একই বিশ্বাসতত্ত্ব, একই ঈশ্বরের সন্তান, একই মণ্ডলীর সদস্য-সদস্যা এবং একই প্রত্যাশার তীর্থযাত্রী হিসাবে সংযুক্ত করে। বর্তমান এই বিশ্বায়নের যুগে এই বিশ্বাসমন্ত্রকে গভীরভাবে জানা সময়ের দাবি, কারণ আমরা যখন বিশ্বাসমন্ত্র জানি না, তখন খুব সহজেই ভ্রান্ত শিক্ষায় প্রতারিত হওয়ার সুযোগ থাকে, এবং সেটা হচ্ছে; অনেকেই সুস্পষ্ট ও সঠিক ধর্ম জ্ঞানের অভাবে ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করছে। কাথলিক মণ্ডলীতে ঐতিহ্যগতভাবেই, বিশ্বাসমন্ত্রটি ব্যক্তিগত প্রার্থনা, রবিবাসরীয় উপাসনা এবং প্রাপ্তবয়স্ক দীক্ষাগ্রহণের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়া কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষায় প্রত্যেক খ্রিস্টবিশ্বাসীর জন্য বিশ্বাসমন্ত্রটি বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব ও মৌলিক শিক্ষা হিসাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। কারণ বিশ্বাসমন্ত্রটি হলো কাথলিক খ্রিস্টবিশ্বাসের সারসংক্ষেপ। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার আলোকে যখন কাথলিক মণ্ডলীর বাইরে বিভিন্ন খ্রিস্টমণ্ডলী বিভিন্নভাবে তাদের খ্রিস্ট বিশ্বাস উপস্থাপন ও প্রচার করছে; তখন প্রত্যেক কাথলিক খ্রিস্ট বিশ্বাসীর'ই উচিত, এ বিশ্বাসমন্ত্র জানা ও শিক্ষার মাধ্যমে তার বিশ্বাসকে সঠিক ভাবে জানা, অনুশীলন করা এবং অন্যান্য খ্রিস্ট বিশ্বাসের আলোকে প্রভাবিত না হয়ে বরং বিশ্বাসমন্ত্রের আলোকে নিজের সত্য বিশ্বাসকে অন্যের কাছে সঠিক ভাবে উপস্থাপন করা।

বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, বর্তমান আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক অত্যাধুনিক বিষয়ে আমরা জ্ঞাত হলেও, জ্ঞানার্জন করলেও, অনেক সময় আমাদের নিজেদের বিশ্বাসকেই সঠিক ভাবে জানি না, উদাসীন থাকি বা অবহেলা করি; তাই অন্যের সামনে নিজের বিশ্বাস নিয়ে নিজেকে অনেক সময় অসহায় ও হেয় মনে হয়। তাই প্রত্যেক খ্রিস্ট বিশ্বাসীর-ই তার বিশ্বাসকে আরো গভীর ভাবে জানতে, বিশ্বাসে বেড়ে উঠতে এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের আলোকে জীবন গঠন করতে 'নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র' জানা ও তা থেকে শিক্ষা লাভ করা আবশ্যক। তাছাড়া এ'কথা ধরেই নেওয়া হয় যে, একজন সাবালক মাত্রই এই বিশ্বাসমন্ত্র ভাল মতো জানবেন এবং এর আলোকে বিশ্বাস চর্চা করবেন। 'কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা', যার বাংলা ভাষায় অনুবাদও রয়েছে তা সংগ্রহ করে আমরা সহজেই এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারি।

এছাড়া, বাংলা ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত 'কম্পেন্দিউম', এবং 'আমি বিশ্বাস করি'-বইগুলো সংগ্রহ করেও খুব সহজে আমাদের বিশ্বাস-তত্ত্বের উপর সঠিক ধারণা ও জ্ঞান অর্জন করতে পারি। তাছাড়া নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭০০ বছর পূর্তিতে ধর্মপল্লীগুলোতে বয়স ভেদে উপযুক্ত ধর্মশিক্ষা ও সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উপরন্তু, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের এ মাহেন্দ্রক্ষণে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র পাঠে খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের উৎসাহিত করা এবং এর বিভিন্ন অংশ খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের কাছে বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এছাড়া, উপাসনায় খ্রিস্টভক্তদের ধর্মশিক্ষায় অনুপ্রেরণা দেওয়া যেতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে ১৭০০ বছর আগে নিসীয় শহরে অনুষ্ঠিত মহাধর্মসভায় গৃহীত কাথলিক মণ্ডলীর মৌলিক ধর্মতত্ত্ব কাথলিক খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত সার, যা কাথলিক মণ্ডলী বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত ভ্রান্তশিক্ষা ও ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে সযত্নে রক্ষা ও পালন করে আসছে। একজন অখ্রিস্টান রোম সম্রাট মণ্ডলীর ঐশতাত্ত্বিক সংকটময় মুহূর্তে মণ্ডলীকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে মৃত্যুর আগে তিনিও খ্রিস্টবিশ্বাস গ্রহণ করে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন। কাথলিক মণ্ডলীর প্রথম মহাধর্মসভা আহ্বান করা হয়েছিল খ্রিস্টবিশ্বাসের মৌলিক ধর্মতত্ত্ব ও শিক্ষাকে সংরক্ষিত করার লক্ষ্যে এবং একজন সম্রাট তা আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র পোপ মহোদয়ই মহাধর্মসভা আহ্বান করার অধিকার রাখেন। কাথলিক মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য পর্বীয় এবং প্রতি রবিবারের পুণ্য উপাসনায় এ বিশ্বাসমন্ত্র আবৃত্তি করার মধ্য দিয়ে এক ও অভিন্ন খ্রিস্ট বিশ্বাস ও এক মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে নিজেকে স্বীকার উপস্থাপন করে। তাই 'নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র' খ্রিস্ট বিশ্বাসের এক প্রামাণ্য দলিল। আসুন, নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের ১৭০০ বর্ষপূর্তিতে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্র পাঠ, শিক্ষা ও জানার মধ্য দিয়ে খ্রিস্ট বিশ্বাসে বৃদ্ধি লাভ করি।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

আগষ্টিন, জি, খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস, সাধু যোসেফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট অফ্ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, ২০০৫।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা, বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ২০০০।

ARMENIO, Peter V., The History of the Church, semester edition, Midwest Theological Forum, USA, 2014.

PAPANDREA, James L., The Early Church (33-313), Ave Maria Press, Indiana, 2019.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ৪ আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ একটি অ-লাভজনক স্বেচ্ছাসেবী সদস্যভিত্তিক সংস্থা হিসাবে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী, কিশোর/যুব নারী ও শিশুর জীবনের পরিবর্তন ও ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংস্থাটি আদর্শ মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগ্রহী ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত পদে পুনরায় আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে ঃ

ক্র. নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্লে - ২য় শ্রেণী)	১ জন (নারী প্রার্থী)	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কমপক্ষে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীধারী হতে হবে। শিক্ষা জীবনের কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। - অবশ্যই বি.এড/এম.এড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। - বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাসহ দায়িত্বশীল পদে কমপক্ষে ৫ বছরের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। - বাংলা ও ইংরেজি লেখা ও বলা এবং কম্পিউটার পরিচালনায় পারদর্শী হতে হবে। **দায়-দায়িত্বসমূহঃ** - বিদ্যালয় পরিচালনায় সকল ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষককে সহযোগিতা করা। - বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর ও গুণগত মানসম্পন্ন শিখন-শেখানো কার্যক্রম নিশ্চিত করা - শিক্ষার মানোন্নয়নে বিদ্যালয়ের সম্ভাব্য সকল পর্যায়ের কর্মীদের সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করা - পাঠ পরিকল্পনা প্রস্তুত, বাস্তবায়ন এবং রুটিন প্রণয়ন করা - সহকর্মী শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
২.	শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক	১ জন (নারী প্রার্থী)	- যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি.পি.এড হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সহ-পাঠ্যক্রমিক যোগ্যতা বিশেষভাবে বিবেচিত হবে।
৩.	প্রোগ্রাম অফিসার: সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট	১ জন (নারী)	- যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে। - বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে দুই (২) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - কম্পিউটার ব্যবহারে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হতে হবে। **দায়-দায়িত্বসমূহঃ** - পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মসূচি প্রনয়ন এবং বাস্তবায়ন করা। - কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সার্বিক মনিটরিং এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। - সরকারী ও সমমনা প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্কিং ও পার্টনারশিপের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখা।
৪.	আয়া/ক্লিনার	৩ জন (নারী)	- নূন্যতম অষ্টম শ্রেণী পাশ - কর্মঠ ও পরিশ্রমী হতে হবে। অনুরূপ পদে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ঃ

১. প্রার্থীকে আবেদন পত্রের সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি জমা দিতে হবে।
২. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র সংযুক্ত করতে হবে।
৩. বেতন/ভাতাদি প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী প্রদান করা হবে।
৪. জীবন-বৃত্তান্তে দুইজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

সম্পূর্ণ আবেদনপত্র **আগামী ৩১ আগস্ট,২০২৫ খ্রিস্টাব্দ** এর মধ্যে নিম্নে লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। (খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করতে হবে)। কেবলমাত্র প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করা হবে।

সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা ওয়াইডাব্লিউসিএ
১০-১১, গ্রীণ স্কোয়ার, গ্রীণ রোড
ঢাকা-১২০৫, ই-মেইলঃ
dhakaywca@gmail.com

বিজ্ঞ/১৭৭/২৫

(গত ২৭ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

তরল ঘাতকের বিষাক্ত ছোবল

ষ্টিফেন কোড়াইয়া

মদ্যপান নিরুৎসাহিত করণে কাথলিক মণ্ডলীর ভূমিকা:

পবিত্র মঙ্গল সমাচারে বর্ণিত দ্য লাষ্ট সাপার বা শেষ ভোজ খ্রিস্ট বিশ্বাসীগণের কাছে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যেখানে প্রভু যিশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বে তাঁর প্রিয় শিষ্যদের সাথে একটি বিদায়ী ভোজ সভায় মিলিত হয়েছিলেন। এই ভোজ সভায় তিনি তাঁর দেহ এবং রক্তের প্রতীক স্বরূপ রুটি ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ দ্বারা পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ বা কম্যুনিয়ন গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন। প্রকৃত অর্থে শেষ ভোজ সভায় যিশু মানুষের পরিত্রাণের জন্য তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর স্মরণে তাঁর দেহ ও রক্তের প্রতীক হিসাবেই রুটি ও দ্রাক্ষারস গ্রহণের কথা বলেন, যা ছিল একান্তইভাবেই পিতা ঈশ্বরের কাছে পুত্র ঈশ্বরের বলি নিবেদনেরই প্রতীক স্বরূপ, যাকে আমরা 'খ্রিস্টযাগ' বলে জানি।

তাই বলা যায়, মদ্যপান যিশুখ্রিস্টের শেষ আদেশের অনুসরণ নয় বরং রুটি ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ তৎকালীন সময়ে পিতা পরমেশ্বরের কাছে যিশুর যজ্ঞবলী নিবেদনের আচার অনুষ্ঠানেরই একটি অংশ মাত্র। রুটি ও দ্রাক্ষারস গ্রহণ দ্বারা তিনি 'নেশা' হয় এমন কোন পানীয় গ্রহণের কথা বলেননি। সামগ্রিকভাবে যে কোন আসক্তি বিশেষভাবে মদ্যপান মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা চেষ্টা ও দৃঢ় মনোবল দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, মাদক ও মাদকাসক্তি মানুষের সমস্ত ভাল গুণাবলী মুছে দিয়ে তিলে তিলে মানুষকে খারাপের দিকে এমনকি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা, নীতিবোধ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পারিবারিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ, নিজের ও পরিবারের উপর দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যবোধ মদ্যপানের মত এ কুঅভ্যাস থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে। খ্রিস্টমণ্ডলী নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো অনুশীলনের মাধ্যমে প্রিয়জনদের মদ্য পান থেকে রক্ষা করতে পারে:

১. সংযমের উপর জোর দেওয়া: কাথলিক মণ্ডলী মদ্যপানের বিরুদ্ধে কথা না বললেও মানুষকে সংযম সাধনা চর্চার বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে। যেমন: মদ্যপান করা যদিও পাপ নয়, কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান যে মানুষের জীবনকে নেতিবাচক পরিণতির দিকে নিয়ে যায় এটা বুঝাতে পারে। শিক্ষার এই পদ্ধতিটি মানুষের ভারসাম্য ও দায়িত্বশীল জীবন-যাপনের নীতির প্রতি কাথলিক মণ্ডলী বিশেষভাবে জোর দেয়।

২. ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা বিষয়ে শিক্ষা: "মানুষের জীবন যে শুধু তার নিজেকে নিয়েই নয়, এর বাইরেও যে তার দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে" এ বিষয়ে কাথলিক মণ্ডলী কর্তৃপক্ষ শুধু রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে উপদেশের মাধ্যমেই নয়, প্রচলিত খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা দানের পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে, পরিবারে, সমাজে এ বিষয়টিও তুলে ধরতে পারে। এ পর্যায়ে সদগুণ, সুশৃঙ্খল জীবন যাপন নৈতিক, মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ও যে এর সাথে সম্পর্কিত, তা কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষায় যুক্ত হতে পারে।

৩. মণ্ডলীর শিক্ষামূলক কর্মসূচী: মদ্যপানের কুফল, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং এ অভ্যাস থেকে দূরে থাকার উপকারিতা ও সুফল সম্বন্ধে কাথলিক মণ্ডলী বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচী, যেমন: সভা-সেমিনার, উপদেশ অনুষ্ঠান, দেখা-সাক্ষাৎ, প্রচার-প্রচারণা ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারে। এ শিক্ষা মানুষকে মদ্যপানের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য সচেতন ও আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

৪. সহায়ক সম্প্রদায় সৃষ্টি: কাথলিক মণ্ডলী মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এমন একটি দল বা সংগঠন তৈরী করতে পারে, যা তাদের স্বাস্থ্যকর জীবনধারাকে উৎসাহিত করে। মদ বা মাদকতার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন সব কার্যকলাপ প্রচার ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দলের সদস্যদের সামাজিকীকরণ ও স্বাস্থ্য সচেতনতার ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে জড়িত হওয়ার উপায় খোঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে।

৫. যাজকীয় যত্ন: যারা মদ্যপান বা মাদক সেবন সম্পর্কিত সমস্যার সাথে লড়াই করছেন, তাদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে যাজকগণ বা মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ স্বহৃদয়তা, সহমর্মিতা বা সমবেদনা, মিষ্টভাষা, আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা দিয়ে তাদের পরামর্শ ও যাজকীয় সহায়তা প্রদান করতে পারেন, প্রয়োজনে অধিকতর পেশাদারী সহায়তার জন্য রেফারেন্স বা কারো কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেরণ করতে পারেন, যা ভুক্তভোগীদের আত্ম-স্বীকারোক্তিমূলক সংলাপে অনুপ্রাণিত করে মদ বা মাদক সেবনের মত একটি জীবন ধ্বংসী পথ থেকে সরে আসতে সহায়তা করবে।

৬. প্রলোভন এবং পাপ সম্পর্কে শিক্ষাদান: মদ্যপান ও মাদকাসক্তি কিভাবে একজন মানুষকে প্রথমে প্রলোভন এবং ক্রমান্বয়ে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী আচার-আচরণে ও নৈতিক অধঃপতনের দ্বারা পাপের দিকে নিয়ে যেতে পারে, সে সম্পর্কে কাথলিক মণ্ডলী তাদেরকে ধারণা দিতে পারে।

৭. রোল মডেল: কাথলিক মণ্ডলীর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যেমন- পোপ, কার্ডিনাল, বিশপ ও যাজকগণ যারা আজীবন মাদকমুক্ত জীবন যাপনের মাধ্যমে মানুষের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন, কাথলিক মণ্ডলী সেসব ব্যক্তিগণকে তাদের জীবনাদর্শ হিসাবে বেছে নেওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে পারেন। আদর্শ হিসাবে নেওয়া এমন একজন ব্যক্তির আত্ম-সংযম ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বার্তা আসক্ত ব্যক্তির মাদক-মুক্ত থাকার সংকল্পকে অধিকতর শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে।

৮. মদ্যপান বিরোধী উপদেশ ধর্মীয় শিক্ষা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা: মদ্যপানের নেতিবাচক দিকগুলো কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণসহ স্বাস্থ্য ও নৈতিকতার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা। এই পদ্ধতি মণ্ডলীর চিরাচরিত-ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষাগুলোকে একীভূত করতে সাহায্য করে ও সংযম, ব্যক্তিগত দায়িত্ব এবং শিক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কাথলিক মণ্ডলীর সদস্যগণ যেন মদ্যপানের জন্য প্রভু যিশুখ্রিস্টের শেষ ভোজে বলা রুটি ও দ্রাক্ষারস গ্রহণের আদেশকে মদ্যপানের অনুমতি প্রদান মনে না করে এটা কাথলিক মণ্ডলী কর্তৃক তাদের বুঝাতে হবে।

সন্তানদের মদাসক্তি থেকে দূরে রাখায় পিতা মাতার দায়িত্ব

সন্তানদের মদ বা মাদকাসক্ত মুক্ত জীবন গঠনে পিতা মাতার দায়িত্ব অপরিসীম। পিতামাতা নিজে মাদকমুক্ত থেকে সন্তানদের মাদকমুক্ত জীবন গঠনে একটি আদর্শ হতে পারেন ও তাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। যেমন:

১. শিশুসুলভ অনুকরণ: প্রায়ই দেখা যায় শিশুরা যেকোন বিষয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের আচার-আচরণ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও তা

অনুকরণ করে। তাই দেখা যায় অনেক বাবা মা ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা, সুন্দর আচার-আচরণ ও চরিত্র গঠনের জন্য নিজেরা নানাভাবে ত্যাগস্বীকার করে থাকেন। আবার দেখা যায় অনেক বাবা মা ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা বা সৎ চরিত্র গঠনের তোয়াক্কা না করে নিজেরা মদ্যপানের অভ্যাস গড়ে তোলেন ও ছেলেমেয়েদের সামনেই সে অভ্যাস প্রদর্শন করেন। এতে ছেলেমেয়েরাও বাবা মায়ের সে খারাপ অভ্যাসটা খারাপভাবে না নিয়ে নিজের অজান্তে অবাধ মদ্যপানের বেড়াজালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে, যা থেকে তাদের বের করে আনতে কষ্ট হয় অন্যথায় তারা চিরজীবনের মত মদ-আসক্তির অভিশপ্ত পাঁকে তলিয়ে যায়।

২. উন্মুক্ত আলোচনা: মদ্যপানের ক্ষতিকারক বা মন্দ দিক, সম্ভাব্য ঝুঁকি, মদ্যপান নিয়ে পারিবারিক মূল্যবোধ ইত্যাদি নিয়ে শিশু বা সন্তানদের সাথে খোলাখোলি আলোচনা করে মদ্যপান থেকে বিরত থাকার শিক্ষা ও এর বিরুদ্ধে সংযম পালন করার উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা।

৩.সন্তানদের কাছে পিতামাতা ও পরিবারের প্রত্যাশা সম্বন্ধে সচেতন করা: মদ্যপান সম্পর্কে সন্তানদের মধ্যে একটি স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করা, যাতে তারা নিজেরাই নিজেদের ভালো মন্দ সম্বন্ধে বুঝতে পারে ও তাদের কাছে পিতামাতার, পরিবারের তথা সমাজের প্রত্যাশা পূরণে সঠিক পথ বেছে নিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত জীবনের দিকে ধাবিত হয়।

৪. ইতিবাচক পরিবেশ তৈরী করা: যেকোন কার্যক্রম বা অনুষ্ঠানে মদ্যপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা। পরিবর্তে বাচ্চাদের শখ, খেলাধুলা এবং সামাজিক ইভেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত ও সুযোগ করে দেওয়া।

৫. সমসাথীদের চাপ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া: সমসাথী বা সহকর্মীদের চাপ থেকে বেরিয়ে সন্তানদের স্বাধীনভাবে কাজ করার কৌশল শেখানো প্রয়োজন। চাপহীন নির্মল পরিবেশ যেকোন পরিস্থিতিতে সন্তানদের স্বাধীনভাবে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৬. সহায়তা প্রদান: যদি কারো সন্তান মদ বা মাদক সম্পর্কে কোন চ্যালেঞ্জ বা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তবে তাকে সমর্থন পূর্বক যে প্রশ্নের উত্তর সে জানতে চাচ্ছে, সেই প্রশ্নের উত্তর পেতে সাহায্য করা। তাদের চিন্তা-ভাবনা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় বা সহভাগিতার জন্য কোন নিরিবিলি স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া, যাতে করে তাদের নিজেদের উপর নিজেদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

ঝুঁকির কারণগুলো বুঝা ও তা মোকাবিলা করা: কি কি কারণ মদ্যপায়ী বা মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে অথবা কোমলমতি যুবকদের পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায় বা জাতিকে কলুসিত করে, সে সকল খুঁজে বের করে তা বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। যেমন: আসক্ত ব্যক্তির পারিবারিক ইতিহাস বা মানসিক সমস্যা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া, ব্যক্তিগত সমস্যা ও সাংসারিক টানাপোড়নের ঘটনা উদ্‌ঘাটন করে তা সমাধানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি মদ্যপান বা মাদকাসক্তির ঝুঁকি থেকে একজন মানুষকে রক্ষা করা যেতে পারে।

উপরোক্ত উপায়গুলো অবলম্বন করে পিতামাতাগণ তাদের সন্তানদের মদ্যপান বা মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে শুধু রক্ষা করার একটি যুগান্তকারী উদাহরণই স্থাপন করেনা, বরং তাদের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরী করে, যা মানুষের দায়িত্বশীল আচরণকে উৎসাহিত করে এবং তাদের সন্তানদের মদ ও মাদকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

ব্যক্তি এবং কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর মদের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো উল্লেখযোগ্য, যা ব্যক্তির স্বাস্থ্য, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক ভাল মন্দকে প্রভাবিত করে। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য একটি বহুমুখী পদ্ধতি এবং উদ্যোগ প্রয়োজন। যেমন: শিক্ষা, সহায়তা ব্যবস্থা, সমাজের উদ্যোগ এবং ব্যক্তিগত কৌশল অর্ন্তভুক্ত থাকে। মদ্যপান প্রতিরোধ ও প্রশমিত করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করার মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষা করতে পারে, যা শুধু তার নিজের জন্য নয় বরং একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সামগ্রীক অবস্থা যেমন: সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সম্প্রীতি উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

ব্যক্তিগত কৌশল: মদ্যপানের উপর সীমারেখা টেনে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে পারে। মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করা ও মানুষের শরীরে এর ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সাহায্য চাওয়া: মদ্যপান-জনিত কারণে সৃষ্ট ব্যক্তির শারীরিক সমস্যাগুলো শনাক্ত করা ও অতি সত্বর সেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা। প্রয়োজনে স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত পেশাদার ব্যক্তিবর্গ বা সংস্থার সাথে আলোচনার মাধ্যমে মদ্যপানের ক্ষতিকারক দিকেগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে মদ্যপানাসক্তদের সহায়তা করা ।

পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশিদের সমন্বয়ে একটি মদ বিরোধী দল গঠন: মদাসক্তির ক্ষতিকারক দিকগুলো সম্বন্ধে সচেতন পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশিদের সমন্বয়ে একটি মদ বিরোধী দল গঠন করে প্রথমে মদ সেবীদের মদ্যপানের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করা ও এর বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা চালানো এবং সবশেষে অসচেতনতা, নিজ ও অন্যের স্বাস্থ্যহানি করার অপরাধে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া।

দিদির স্বর্গযাত্রার ১৬তম বার্ষিকী

মহাকালের কাল-চক্রে আমাদের জীবনে আবারও বেদনাসিক্ত স্মৃতিময় ২৮ আগস্ট-এর আগমন হলো।

মিসেস আশালতা বটলেরু (অধিকারী)
জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

দিদি, তুমি ১৬ বৎসর আগে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আমাদের কাঁদিয়ে স্বর্গরাজ্যে চলে গেছো। দিদি গো, তোমাকে ভুলিনি, ভুলতে পারছিনা, হয়তো বা কখনও ভুলতে পারবওনা। কেননা, তোমার অকৃত্রিম ত্যাগস্বীকার, স্নেহ-যত্ন, অনুপ্রেরণায় গঠিত এ জীবনে সর্বত্রই শুধু তোমার অভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বেঁচে আছি। দিদি, তোমার আশীর্বাদ আমার ও পরিবারের জন্য খুবই প্রয়োজন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার রেখে যাওয়া খ্রিস্টীয় অম্লান আদর্শগুলো কর্মদায়িত্বে প্রয়োগ ক'রে তোমার স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি। দিদি, তুমি ভাগ্যবতী যে, ইতিমধ্যেই আমাদের প্রিয় মা-বাবা তোমার সাথে স্বর্গে আছেন। বিশ্বাস করি যে, তুমি মা-বাবা'র সাথে স্বর্গে মহা শান্তিতেই আছো। অবুঝ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা, আমরাও যেন একদিন তোমাদের সাথে স্বর্গে মিলিত হতে পারি। দিদি, আজ তোমার অন্তিম বিদায় বার্ষিকীতে তোমাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। দিদি, তুমি ভাল থেকো।

তোমারই স্নেহ-ধন্য আপনজনদের পক্ষে,
ফাদার হ্যামলেট ফ্রান্সিস বট্‌লেরু সিএসসি

বিজ্ঞ/১৭৬/২৫

(গত ২৭ সংখ্যার পরবর্তী অংশ...)

পশ্চিম বঙ্গে পঞ্চ দিন

ফাদার থিওটোনিয়াস প্রশান্ত রিবেরু

চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রিয় শহর। এটা ফরাসী সরকার শাসন করতেন। বর্তমানে এ স্থানে শিল্প এলাকা ও পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। উল্লেখযোগ্য স্থাপনা, যাদুঘর, ফরাসী কবরস্থান, কাথলিক গির্জা, বিশালাক্ষী মন্দির। চন্দননগর হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে। এটি ভারতে ফরাসীদের ৫টি অংশের একটি। ফরাসী স্থাপত্য বিদ্যমান ঔপনিবেশিক বাংলোতে, তবে জরা-জীর্ণ অবস্থায়। এটি একটি জনবহুল এলাকা।

নগর ও চন্দন শব্দ দু'টি থেকে চন্দননগর নাম নেয়া হয়েছে বলে মনে করা হয়। এস্থানে হুগলী নদীর আকৃতি চাঁদের মত। আবার এখানে অনেক 'চন্দন' বৃক্ষের সমাহার যার ব্যবসা বাণিজ্য বিখ্যাত। অন্যদিকে চাদি একটি দেবীর নাম। এই নগর/শহরের পূর্বনাম ছিল ফরাশডাঙ্গা। 'ফরাশ', ফ্রান্সের বাংলারূপ এবং ডাঙ্গা=জমি/ভূমি। মনে করা হয়, ফরাসীরা এ স্থানের ৩টি লোকালয়কে একত্রে এই নামটি দিয়েছে 'চান্দ ও নগর' যা পাওয়া যায় ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দের একটি চিঠি থেকে। ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম ডিরেক্টর, ব্যুরো দেসল্যান্ডেস মোগল সুবেদারকে ৪০,০০০ মুদ্রা দেন এই এলাকার নিয়ন্ত্রণ ও ফ্যাক্টরী নির্মাণের জন্য। পরবর্তীতে ডুপ্লেসিস উত্তর চন্দননগরে ৪০১/-টাকার বিনিময়ে ১৬৭৩-১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে উত্তরে বড় কিষাণগঞ্জ জায়গাটি কিনেন। এভাবে এলাকাটি ফরাসী কলোনীরূপে সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রতিরক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বসতি সবকিছুর ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে নগরের গভর্ণর যোসেফ ফ্রাঙ্কো ডুপ্লেক্সের সময় হাজার হাজার ইটের ঘর তৈরি হয় এবং সামুদ্রিক ব্যবসা শুরু হয়। জনসংখ্যা হয়ে যায় ১ লক্ষের মত। তখন কলকাতাকে এর 'দরিদ্র কাজিন' বিবেচনা করা হত। ১৭৩০-১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এটা বঙ্গে ইউরোপীয়দের প্রধান কেন্দ্র ছিল। শহরটি চাহিদাপূর্ণ ব্যবসা-কেন্দ্র ছিল: পাওয়া যেত নীল, আফিম, সিল্ক, রশি, চিনি, সূক্ষ বয়ন যা ইউরোপে রপ্তানি হত। এরমধ্যে ইন্দ্রনারায়ন নামে এক ব্যক্তি যশোর থেকে তার মাতুলালয় চন্দননগরে আশ্রয় নেয় অনাথরূপে। তার পরিশ্রম দ্বারা তিনি কোম্পানির বুর্জোয়া ব্যবসায়ে চাকুরী পান ও তার ভাগ্য খুলে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার বাড়ী দখল করে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে এবং ৬৫ লক্ষ টাকা (ক্যাশ ও স্বর্ণালঙ্কার) উদ্ধার করে। নন্দদুলাল মন্দির (কৃষ্ণ মন্দির) তিনি নির্মাণ করেন, সেখানে গোপনস্থানে তার প্রাচুর্য লুক্কায়িত ছিল, ব্রিটিশ জেনারেল লর্ড ক্লাইভ তা উদ্ধার করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা টাকা ধার নিতে তার কাছে আসতেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যুদ্ধে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ নৌবাহিনী ২৩ মার্চ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে চন্দননগর দখল করে। দুর্গম শহর ও অনেক বাড়ি ভেঙ্গে ফেলাতে, চন্দননগরের গুরুত্ব বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে হ্রাস পায় এবং ভাটাতে হুগলী নদীর তীরে কলকাতা প্রাধান্য লাভ করে। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স এই শহরটি ফেরত পায় এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পণ্ডিচেরীর গভর্ণর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণে ফরাসী-ভারত অংশরূপে শাসিত হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ ভারত ব্রিটেন থেকে স্বাধীন হয়। জুন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী সরকার গণভোটের ব্যবস্থা করে, তাতে চন্দন নগরের ৯৭% লোকেরা ভারতের অংশ হয়ে যায়। মে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ ফরাসী সরকার ভারত সরকারকে চন্দননগরের উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে বলে। আনুষ্ঠানিকভাবে ৯ জুন, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ এটা হস্তান্তর হয়। জনগণকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় ফরাসী জাতীয়তা রাখার জন্য। অক্টোবর ২, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে চন্দননগর, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যে অঙ্গীভূত হয়।

২৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার, আমরা কলকাতা শহরে যাই বিভিন্নস্থানে ঘুরতে ও মার্কেটিং করতে। আমরা ৩০ পার্ক স্ট্রীট, আর্চবিশপ হাউজে থামি। হাউজের বাহ্যিক পরিবর্তন-নির্মিত হয়েছে প্রশাসনিক ভবন ও যাজকদের থাকার ব্যবস্থা। এই হাউজে আমি আগেও থেকেছি কয়েকবার (১৯৮৮-১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ)। প্রতিবছরই ১বার বা ২বার কলকাতা পার হওয়ার সময় বিভিন্নস্থানে, যেমন: মুম্বাই, গোয়া, কোচিন, হায়দ্রাবাদ, বারাণাসী, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী, আজমীর, নৈনিতাল প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার জন্য। একসময় এখানে ছিলেন সেক্রেটারী ও চ্যান্সেলর হিসাবে, রোমে আমার ক্লাসমেট (১৯৮৪-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ), ফাদার হেন্সেল ডি' সুজা। ফাদার স্টিফেন আন্তনী অনেকক্ষণ কথা বলেন। তিনি ঢাকায় বেশ পরিচিত। আর্চবিশপ টমাস ডি' সুজা আমাদেরকে চা-এর জন্য খানাঘরে নিয়ে যান। ফাইন্যান্স প্রশাসন অফিসে দেখা হয় ফাদার হেন্সেল ডি' সুজার সাথে। অনেক কথা হয়, বিশেষত বাংলাদেশে তার প্রত্যাশার কথা যা' বাস্তবায়িত হয়নি, অনেক স্মৃতি রোমন্থন হয়। তার বর্তমান ঠিকানা ধর্মতলার *সেক্রেট হার্ট* চার্চে থাকার আমন্ত্রণ জানান ও ফোন নম্বর দেন। পরবর্তীতে যাব বলে কথা দেই। বিভিন্ন কর্মসূচীর জন্য আর্চবিশপ হাউজটিকে ব্যস্ত মনে হল। বিভিন্ন ফাদার-সিস্টারদের আনাগোনা দেখতে পেলাম। এখানকার কাজ শেষ হলে আমরা যাই গালিব সরণির 'হামদান এজেন্সী'তে যেখানে ডলার একচেঞ্জ করি রুপীতে। ফাদার সুনীল কলকাতা-দুবাই-নিউইয়র্ক-দুবাই-কলকাতার প্লেন টিকেট করেন ১০৭০০০/- রুপীতে। প্রিন্স রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করি। চলে আসি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে যেখানে ফাদার সুনীল বি.এড. ক্লাশ নেন বেলা ২টা থেকে। তার বন্ধু সাভিও ফার্নান্ডেজ কোড়ায়াকে তিনি আসতে বলেন তার প্রাইভেট গাড়ী দিয়ে আমাদেরকে কলকাতা শহর দেখাতে ও মার্কেটিং করতে। মি. সাভিও তার এসিযুক্ত চোখে পড়ার মত লাল গাড়ীতে আমাদেরকে নিয়ে যান সাধ্বী মাদার তেরেজার হাউজে। সেখান থেকে কলেজ স্ট্রীটে যাই মার্কেটিং করতে। সাভিও-র সুপারিশে ভবানীপুর যাই মার্কেটিং-এর জন্য। অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখি (যদিও আগের বছরগুলোতে এসব পরিদর্শন করেছি): নিউ মার্কেট, এসপ্ল্যানেড, চৌরঙ্গী, ময়দান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রেস কোর্স, গ্র্যান্ড হোটেল, কলকাতা সিটি কর্পোরেশন। সাভিও তার স্ত্রীর পরিচিত দোকান, 'ঢাকেশ্বরী বস্ত্রালয়', ৯৩ আশুতোষ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর থেকে শাড়ী ও অন্যান্য আইটেম কিনতে সাহায্য করে। সব মিলিয়ে ৬৩০০/-রুপী, সস্তাই মনে হল। ৩৫ রয়েড স্ট্রীট, 'সেন্ট পলস্ পাবলিকেশনস্' থেকে ক্রুশ, মেডেল, রোজারী, কার্ড ও বই কিনি। আবারও সাধ্বী মাদার তেরেজার হাউজে গিয়ে তাঁর কবরে প্রার্থনা করি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফিরতে অনেক সময় লাগে, প্রচুর ট্রাফিক জ্যামের কারণে। মি. সাভিও খুব মিশুক। ড্রাইভ করার সময় সারাক্ষণ গল্প করে, হাসির কথা বলে। এ সপ্তাহে সে ফ্রি, তাই অন্যদিনও আমাদেরকে ঘুরানোর কথা বলে। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে দেখব বলে, চলে আসি। তার বাসা ৮ কিমি. দূরে গড়িয়ায়। আমরা বারাসাতে পৌঁছার আগে দোকান থেকে মিষ্টি ও সিঙ্গারা কিনি। মোবাইল ফোনে ঢাকায় ড. ইসিদোরের সাহায্য চাই যাতে আল-

বাকি অংশ ১৬ নং পৃষ্ঠায় দেখুন...

শামসুর রাহমান তিনি দ্রোহের কবিও

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

একজন নাগরিক কবি যখন লিখেন, 'দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে পোষণ করেন তখন আমরা তাঁকে কী বলবো? তিনি যখন দেশদ্রোহীতার নিষিদ্ধ অবয়বে নিজেকে আবৃত করতে চান, তখন তাঁকে কী কেবলই প্রেমের কবি বলা যায়? হ্যাঁ। প্রেম যেখানে, পাশাপাশি সেখানে সমূহ বিরহের সম্ভাবনাও থাকে।

একজন কবি, তিনি যখন 'নাগরিক কবি' হিসেবেই তাঁর কলমে প্রেমের পঙক্তিমালা বিধৃত করেন, তখন আমরা তাঁকে 'প্রেমের কবি' বলেই স্বাগতম জানাই।

"কতকাল ছুঁই না তোমাকে। কতকাল

তোমার অধর থেকে আমার তৃষ্ণা ওষ্ঠ বিচ্ছিন্ন

এবং কাঁপে না তোমার স্তন বনকপোতীর

মত থরো থরো

আমার মুঠোয়।

আমার নিঃশ্বাসে নেই বিষ

স্পর্শে যার গোলাপের বুকে

ছড়িয়ে পড়বে কীট।

[হাসপাতালের বেডে শুয়ে]

একজন কবি শামসুর রাহমান, তিনি তো দেশের আমজনতার প্রাণের কথাই তাঁর কবিতায় প্রকাশ করছেন। তখন তিনি সকলের প্রিয় কবি হয়ে ওঠেন।

কিন্তু তিনি তাঁর ভালোবাসা এবং প্রেমকে কলমের উপজীব্য করেই বসে থাকেননি। তিনি টেবিলের উপর রাখা ফুলদানীটি, সন্তর্পণে সরিয়ে রেখেছেন তাঁর দৃষ্টির বাইরে এবং তাঁর সামনের দেয়ালে রাখা দেশের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, 'দেশপ্রেম' এর যত ব্যঞ্জনা দান করেছেন তাঁর কাব্যে, এ সময় তাও তিনি তাঁর মনোজগৎ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। একজন নাগরিক কবিকে যখন তাঁর কাব্য-প্রেমিকা গোলাপের স্তবক দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন, তখন তিনি একজন হৃদয়বান কবি হিসেবেই প্রেমিকাকে স্বাগতম জানিয়েছেন। তাঁর মনোজগতে তাঁকে ঠাঁই দিয়েছেন।

আবার একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোর প্রেক্ষাপটে যখন তিনি লিখেন 'স্বাধীনতা তুমি' বা তার আগে 'আসাদের শার্ট' কবিতায় ঊনসত্তরের বিক্ষুব্ধ সময়ের চিত্রকে ব্যঙ্গময় করে তোলেন, তখন আমরা তাঁকে অকুণ্ঠ সমর্থন করি।

সেই ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে কবি লিখেছেন, 'আসাদের শার্ট' কবিতা।

'গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তকরবীর মতো কিংবা সূর্যাস্তের

জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট

উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।

... ...

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা

সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;

আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।'

আবার একাত্তরের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন,

'স্বাধীনতা তুমি

শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা

স্বাধীনতা তুমি

পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।'

স্বাধীনতা তুমি

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,

তোমাকে পাওয়ার জন্যে

আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?

আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

... ...

আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো

সেই তেজী তরুণ যার পদভারে

একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'তে চলেছে

সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে,

হে স্বাধীনতা।

[তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা]

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লক্ষ শহীদদের হারানোর শোকে কাতর কবি লিখেছেন,

'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?

তেমন যোগ্য সমাধি কই?

মৃত্তিকা বলো, পর্বত বলো

অথবা সুনীল-সাগর-জল-

সব কিছু ছেঁদো, তুচ্ছ শুধুই!

তাইতো রাখি না এ লাশ আজ

মাটিতে পাহাড়ে কিংবা সাগরে,

হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।'

[এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?]

পাকিস্তানি বর্বর হানাদার এবং তাদের দোষরদের অভিশাপ দেওয়া ছাড়া, একজন সহজ সরলপ্রাণ কবির আর কী করার আছে?

'তবু, আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্তগোধূলীতে অভিশাপ দিচ্ছি

আমাদের বুকের ভেতরে যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ দিয়েছে সেঁটে

মগজের কোষে কোষে যারা পুঁতেছিলো আমাদের আপনজনের লাশ-দগ্ধ, রক্তাপ্লুত

যারা গণহত্যা করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে

আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়ে অধিক পশু সেই পশুদের;

ফায়ারিং স্কোয়াডে ওদের দাঁড় করিয়ে নিমেশেই ঝাঁ ঝাঁ বুলেটের বৃষ্টি ঝরালেই

সব চুকেবুকে যাবে- তা আমি মানি না; হত্যাকে উৎসব ভেবে যারা পার্কে

ক্যাম্পাসে মাঠে বাজারে বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বিভৎস গন্ধ দিয়েছে ছড়িয়ে

আমি তো তাদের জন্য এমন সহজ মৃত্যু করি না কামনা।'

[অভিশাপ দিচ্ছি]

তারপর দেশী স্বৈরাচার প্রবল আক্রোশে চেপে বসে লাল-সবুজ পতাকার ছায়াতলে। তিনি সেই 'নাগরিক কবি' রাজপথে নেমে আসেন শিল্পী, সাহিত্যিক, এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের সাথে। তখন তিনি নিজেকে কেবল 'নাগরিক-কবি' ভাবতে রাজী হন না। লেখনীতে কেবল; দেশপ্রেমের শব্দাবলী ঝরিয়ে ক্ষান্ত হতে চান না তিনি। যখন সেলিম-দেলোয়ার, ডাক্তার মিলন-জেহাদ-নূর হোসেন পীচঢালা রাজপথে অকাতরে ঢেলে দিচ্ছে, তখন একজন প্রধান কবি তিনি নিজেই আন্দোলিত হন। প্রণোদিত হন তাঁদের মত হতে। হ্যাঁ! উত্তাল রাজপথে জীবন উৎসর্গকারী সেই শহীদেরা, তো শুধু সাধারণ নাগরিক নন। তাঁরা পরীক্ষিত খাঁটি দেশপ্রেমিকও বটে। এবং তাঁরা স্বৈরাচারের

ভাষায় 'দেশদ্রোহী'ও বটে। তাই একজন কবি শামসুর রাহমান তিনি নিজেকে ওদের মতোই, নিজেকে আপাদমস্তক 'দেশদ্রোহী' ভাবতে চান। তাই তিনি তাঁর কলমে তুলে আনেন কুণ্ঠাহীন শব্দ, 'দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে'।

'বিবরে লুকিয়েছিল যারা গির্জের ইঁদুর হয়ে
ইদানীং তারা বনবেড়ালের রূপে
তুমুল ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তির চাতালে,
যখন তখন বসায় নখর দাঁত
জায়মান সৌন্দর্যের গোলাপি গ্রীবায়।
এখন লুকাতে চাই আমি
আরো অনেকের মতো মেঘের আড়ালে,
মেঘনার তলদেশে, শস্যের ভেতরে রাত্রিদিন।
এই উল্টোরথ দেখে, শপথ তোমার
প্রেমের, আমার আজ বড় বেশি দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে।'

[দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে]

দেশের প্রধান নাগরিক কবি শামসুর রাহমান এখন বেঁচে নেই। এ সময় বেঁচে থাকলে; তিনি হয়তো লিখতেন, 'শেষ পর্যন্ত আমি দেশদ্রোহী হয়ে গেলাম!'

এরশাদের সময়, স্বৈরাচারের শাসনের প্রতিবাদে এবং পরে বিএনপির শাসনামলে গোলাম আযমের ফাঁসির দাবীতে ঢাকায় শহীদ-জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে প্রতিকী গণ-আদালতের তিনি অসংখ্য শিল্পী-সাহিত্যিক-পেশাজীবীদের সাথে শরীক হয়েছিলেন। দেশের জনগণের উপর চেপে থাকা, স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিবাদে রাজপথে সোচ্চার ছিলেন কবি। গোলাম আযমের বিচারের দাবীতে প্রতিকী 'গণ-আদালত' করার দায়ে, তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার মামলাও হয়েছিল।

তাই আমাদের স্বীকার করতেই হবে, কবি শামসুর রাহমান স্বীয় কাব্যের উপমায়, উৎপ্রেক্ষায়, ভাবের ব্যঞ্জনায়, শব্দের অলঙ্কারত্বে এবং মাত্রাগত চমৎকারত্বে নিজেকে এবং তাঁর সময়কে উপস্থাপন করেছেন সুনিপুণ ভাবেই। প্রেমের পাশাপাশি, দ্রোহকেও তিনি তাঁর কাব্যে গুরুত্ব দিয়েছেন।

দু'হাজার চব্বিশে বেঁচে থাকলে, কী করতেন তিনি? তাঁর চরিত্রে কী অভিধা যুক্ত হতো? এবং বর্তমান সময়ে কী হতো তাঁর অবস্থা? আবার কি 'হরকাতুল জিহাদ' সশস্ত্র হয়ে চড়াও হতো তাঁর উপর? কারণ একাত্তরের পাকিস্তানী হায়েনাদের দোসরচক্র তো, এই স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন রূপে আবার আবির্ভূত হয়েছে! এখন তারা স্লোগান দেয়, 'গোলাম আযমের বাংলায়, মুজিববাদের ঠাঁই নাই ...।' এবং তারা সদম্ভে এদেশে, পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে কায়েদে আযমের জন্মদিন উদ্‌যাপন করে! তাঁর ভাগ্যে, একটা কিছু ঘটতো নিশ্চয়!

কবি শামসুর রাহমান কি, এ সময় তাঁর নিজ বাসভূমে, একাত্তরের পাকিস্তানী দোসরদের দাপাদাপি দেখতে পাচ্ছেন? তাই কবির উদ্দেশে বলি, 'হে কবি, তুমি দেখতে পাচ্ছ সবই। তাই তুমি, তোমার উত্তরসূরি করে একজন দ্রোহের কবিকে পাঠিয়ে দাও তোমার এই বাংলাদেশে!' ৯

১৪ নং পৃষ্ঠার বাকি অংশ

সিরাজ ট্র্যাভেলের মাধ্যমে হেলথ ডিক্লারেশন ফর্ম বিষয়টি সমাধান করে। শ্রীমতি সিমি পাল, সেন্ট খ্রিস্টিনা চার্চে স্থিত সেন্ট পলস মিশন স্কুলের একজন টিচার ছিল। এখন সে বারাসাতে থাকে। আমরা সিমির বাসায় যাই। সে রাতের খাবার পরিবেশন করে। বারাসাতের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গে (কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, নবদ্বীপ, অসম ও অন্যান্য উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে) যাওয়ার রাস্তা এবং বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য বেনাপোলে যাওয়া যায়।

পরদিন, ২৬ আগস্ট (শুক্রবার) মাইক্রোবাসে শান্তিনিকেতনের উদ্দেশে রওনা দেই সকাল ৮:১০মি., দূরত্ব ১৭০ কি.মি.। হাইওয়েতে ৩বার টোল দিতে হয়। সকাল ১০:১০ মিনিটে শক্তিগড় নামক স্থানে থামি। এখানে ল্যাংচা নামক মিষ্টির পশরা ও কদর। দোকানগুলোতে বিভিন্ন রকমের ও মূল্যের ল্যাংচা মিষ্টি পাওয়া যায়। বারাসাত থেকে ১১০ কি.মি। শক্তিগড় বর্ধমান জেলায়। স্থানটি ল্যাংচাকুঠি নামেও পরিচিত। এক দোকানে এখানে আমরা কিছু খাই। দেরী হওয়াতে আমরা প্রথমে বীরভূম জেলার মাক্রামপুরের এক গির্জায় যাই। গির্জা খুঁজে পেতে বেশ দেরি হয়। মিশন কম্পাউন্ড অনেক বড়। পাল পুরোহিত ফাদার আন্তনী রাজ অল্প বয়স্ক। সাথে একজন সহকারী ফাদার আছেন। এই ধর্মপল্লীর পরিধি অনেক বিস্তৃত, মফঃস্বল করতে হয়। অনেক আদিবাসী (উরাও, সাঁওতাল..) এই প্যারিশের আওতায় রয়েছে। ফাদারদের কয়েকটি ভাষা জানতে ও বুঝতে হয়, যেমন, হিন্দি, ইংরেজি, উড়াও, সান্তালি, বাংলা। ফাদার রাজ এ সব ভাষা জানেন। তার মা-বাবা নেই, এক ভাই ফাদার। গির্জাটি সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত। বেদীর মাঝখানে খোদাই করা বটবৃক্ষের ছায়াতলে গুরু যিশু। বটবৃক্ষের নীচে পদ্মাসনে বসে যিশু সবাইকে শিক্ষা দিচ্ছেন ও আশীর্বাদ করছেন। সকল ধর্মের লোকেরা যারা শান্তি নিকেতনে আসে, এই গির্জাটি দেখতে আসে।

রোববারে ১০০-১৫০/-রুপী খরচ করেও প্রায় ৪০০ জন খ্রিস্টভক্ত গির্জায় আসে। গ্রামগুলো ২০-৩৫ কি.মি দূরে দূরে। সপ্তাহের দিনে কেউ আসে না মীসায়। এই প্যারিশের আওতায় সিস্টারদের ৪টি সম্প্রদায়। সিস্টারগণ বেশিরভাগই আসাম ও ঝাড়খন্ড থেকে। প্যারিশে একজন মাত্র কর্মচারী। আমরা প্যারিশ কম্পাউন্ড পরিদর্শন করি। গির্জার স্থাপত্য ভারতীয় কৃষ্টির সাথে পাশ্চাত্য কৃষ্টির সমন্বিত করা হয়েছে। এই গির্জার নাম, Church of Infant Jesus (শিশু যিশুর গির্জা)। এখানে মাটি শুষ্ক। অনেকটা আমাদের রাজশাহীর বরেন্দ্র এলাকার মত। এখান থেকে কাছেই শান্তিনিকেতন। অনেক রিসোর্ট ও ভিলা পর্যটকদের জন্য। প্রান্তিক ও শান্তিনিকেতনের মধ্যকার রাস্তা আকা-বাঁকা। কোন ট্রাফিক পুলিশ বা গার্ড দেখলাম না।

শান্তিনিকেতন পশ্চিম বঙ্গের উত্তর-কেন্দ্রীয় শহর। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের অংশ। কলকাতা থেকে ১৬০ কিমি সড়ক পথে। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো কর্তৃক 'ওর্য়াল্ড হেরিটেজ সাইট' রূপে ঘোষিত। একসময় এখানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। ভুবন ডাকাত ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা বিচরণ করত। শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাদেরকে এই গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রেরণা দেন এবং এই স্থানটির উন্নতির জন্য সাহায্য করেন। ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্মীয় সংস্কারক দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন (শান্তির আবাস) স্থাপন করেন এই অনুর্বর জমি বিস্তৃত করে ও ২টি ছাতিম গাছ লাগিয়ে।

যখন তিনি এটা লিজ নেন, নাম ছিল ভুবনডাঙ্গা। তিনি নতুন নামকরণ করেন শান্তিনিকেতন; যেস্থানে তিনি ধ্যানের আসন, আশ্রম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। ধ্যানের জন্য পছন্দ করা তার এই স্থান হয় ছাতিম বৃক্ষের নীচে, যা' এখন ছাতিমতলা নামে পরিচিত।

বাংলা বহুবিদ ও নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, পরবর্তীতে আশ্রমটি বর্ধিত করেন ও শান্তিনিকেতনের উন্নতি সাধন করেন। তিনি এই শহরকে জ্ঞানের আসনে রূপায়িত করেন যা' ছাত্রদের মধ্যে অনুসন্ধিচ্ছা ও উন্মুক্ত মন প্রজ্বলিত করে সৃজনশীলতার পুষ্টিদান, প্রকৃতির সাথে আত্মীয়তা এবং বিশ্বের ধারণাকে একসাথে আনবে। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রহ্মচারী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে ছিল মাত্র ৫জন ছাত্র। প্রাচীন ভারতীয় গুরুকুল নীতিকে ভিত্তি করে খোলা আকাশে ক্লাস ও সমন্বিত ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'পাঠভবন' নতুন নামে স্কুলটি একই ধারণায় ও মূল্যবোধে কাজ করছে। ৯

আলোচিত সংবাদ

বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া ৫ সমঝোতা স্মারক সই

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের মালয়েশিয়া সফরের প্রথম দিনে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি সরবরাহ, ব্যবসা ও অন্যান্য সহযোগিতা সংক্রান্ত পাঁচটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে হালাল ইকোসিস্টেম, উচ্চশিক্ষা এবং কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ একাডেমির মধ্যে সহযোগিতা বিষয়ক মোট তিনটি 'নোট বিনিময়' হয়েছে। ১২ আগস্ট (মঙ্গলবার) পুত্রজায়ায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বৈঠকের পর তাদের উপস্থিতিতে এসব সমঝোতা হয়। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বিষয়ে সমঝোতা স্মারকে সই করেন মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ খালিদ বিন নরদিন এবং পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। সমঝোতায় সই করেন মালয়েশিয়ার ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী আমির হামজাহ বিন আজিজান এবং জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান। মালয়েশিয়ার ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (আইএসআইএস) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়ে সই করেন আইএসআইএস মালয়েশিয়ার চেয়ারম্যান ফায়েজ আবদুল্লাহ এবং মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার শামীম আহসান।

তথ্যসূত্র: https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/121732e1c66a

সব ধর্মে মানবসেবাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে: ধর্ম উপদেষ্টা

শনিবার রাজধানীর বারিধারায় আল মানাহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের আয়োজনে অসহায় ও এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণপোষণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সব ধর্মেই দান, সাহায্য ও সহানুভূতির কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি ধর্মে মানবসেবাকে পবিত্র কর্তব্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, ধৈর্য, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগের মতো গুণাবলিকে জাগ্রত করা হয়। এটি মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে সহায়তা করে। আল মানাহিল ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উপদেষ্টা বলেন, এ সংস্থা বহুদিন ধরে মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অসহায় ও এতিমদের প্রতিপালন, মসজিদ-মাদরাসা স্থাপন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, গৃহহীন ব্যক্তিদের জন্য ঘর নির্মাণ, বানভাসী মানুষের সহায়তাসহ নানা ধরনের সেবাধর্মী কার্যক্রম এই সংগঠন করে থাকে। এ সংস্থা ভবিষ্যতেও মানবসেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পরে উপদেষ্টা সারা দেশের ৮১টি মাদরাসা ও এতিমখানার প্রতিনিধিদের হাতে তিন কোটি ৭০ লাখ ২৮ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

তথ্যসূত্র: https://www.banglanews24.com/islam/news/bd/1571609.details

সিন্ডিকেট ভেঙে কমল ২০ অত্যাবশকীয় ওষুধের দাম

অ্যান্টিবায়োটিক, নিউমোনিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, সর্দি-জ্বর, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, ভিটামিন, ব্যথানাশকের মতো অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকায় থাকা ২০টি ওষুধের দাম কমেছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের (ইডিসিএল) উৎপাদিত ১৫৯টি ওষুধের মধ্যে ২০টির দাম সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ কমেছে। কাঁচামাল কেনাকাটায় সিন্ডিকেট ভাঙায় ওষুধের দাম কমানো সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে। এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আ. সামাদ মুধা বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ওষুধের কাঁচামাল কেনায় দীর্ঘদিনের সক্রিয় সিন্ডিকেট ভেঙে ফেলা হয়েছে। কম দামে কাঁচামাল কিনতে পারায় আগের তুলনায় দাম কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত ওষুধের দাম কমালেও ওষুধের বাজারে তার প্রভাব নিয়ে চলছে আলোচনা। এ ব্যাপারে চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডা. লিয়াকত আলী বলেন, অব্যবস্থাপনা, অতিরিক্ত কর্মী কমিয়ে অর্থ সাশ্রয় করে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম কমানো খুবই ভালো উদ্যোগ। এসব জরুরি ওষুধ জনগণকে বিনামূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে করতে হবে।

তথ্যসূত্র: https://www.bd-pratidin.com/first-page/2025/08/12/1146153

গৃহহীনদের অবিলম্বে রাজধানী ছাড়তে বললেন ট্রাম্প

গৃহহীন মানুষদের 'অবিলম্বে' যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি থেকে বের হয়ে যেতে বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শহরের অপরাধ দমন ও রাজধানীকে 'আগের যেকোনও সময়ের চেয়ে নিরাপদ ও সুন্দর' করতে ব্যবস্থা নিচ্ছেন ট্রাম্প। গৃহহীনদের সরে যাওয়ার নির্দেশ তারই অংশ। ১০ আগস্ট (রবিবার) ট্রাম্প নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যালে' লেখেন, "গৃহহীনদের এখনই সরে যেতে হবে। আমরা থাকার জায়গা দেব, তবে রাজধানী থেকে অনেক দূরে। অপরাধীরা, তোমাদের সরতে হবে না, আমরাই তোমাদের জেলে পাঠাবো। আমরা আমাদের রাজধানী ফেরত চাই। কোনও 'ভদ্রতা' দেখানো হবে না।" তবে মেয়র বাউজার এমএসএনবিসিকে বলেন, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের একটা সময় আমাদের শহরে অপরাধের হার বেড়েছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। গত দুই বছরে আমরা সহিংস অপরাধ কমিয়ে ৩০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে এনেছি। তিনি হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলারের রাজধানীকে 'বাগদাদের চেয়েও সহিংস' বলার মন্তব্যকে অতিরঞ্জিত ও ভুল বলে অভিহিত করেন।

তথ্যসূত্র:https://www.bd-pratidin.com/international-news/2025/08/11/1146073

১৯ বছর বয়সে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার

ডারউইনে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে রোববার (১০ আগস্ট) হেরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। এই ম্যাচে প্রটিয়া তরুণ পেসার কোয়েনা মাফাকা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। মাত্র ১৯ বছর ১২৪ দিন বয়সে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন মাফাকা। এই দিন মাফাকা ৪ ওভার বল করে ২০ রান দিয়ে তুলে নিয়েছেন ৪ উইকেট। যা আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশের হয়ে সবচেয়ে কম বয়সে টি-টোয়েন্টিতে ৪ উইকেট নেওয়ার রেকর্ড। এর আগে, এই কীর্তি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক পেসার ওয়াইন পার্নেলের। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৩ রানে ৪ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন ১৯ বছর ৩১৮ দিন বয়সে। মাফাকার রেকর্ডের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন পাকিস্তানের মোহাম্মদ ওয়াসিম। যিনি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ২০ বছর ১১০ দিন বয়সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র: https://rtvonline.com/sports/338029

গাজার শিশুদের কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না ম্যাডোনা

গাজার শিশুদের কষ্ট সহ্য করতে পারছেন না মার্কিন পপস্টার ম্যাডোনা। তিনি পোপ লিওর প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেছেন, দয়া করে গাজায় যান এবং অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই আপনার আলো শিশুদের কাছে পৌঁছে দিন। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ইনস্টাগ্রামে এক পোস্টে ম্যাডোনা বলেন, একজন মা হিসেবে তাদের কষ্ট দেখে আমি সহ্য করতে পারছি না। তিনি বলেন, তাদের কষ্ট দেখে আমি সহ্য করতে পারছি না। এই শিশুরা আমাদের সবার। এই পপতারকা বলেন, আমাদের মধ্যে একমাত্র আপনিই একজন যাকে গাজায় প্রবেশে বাধা দেওয়া যাবে না। এই নিষ্পাপ শিশুদের বাঁচাতে আমাদের মানবিক দরজাগুলো সম্পূর্ণরূপে খুলে দেওয়া দরকার। এদিকে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের মতোই পোপ লিও দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দিয়ে আসছেন।

তথ্যসূত্র: https://www.jagonews24.com/international/news/1043488

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

এ্যাঙ্গোলার সুমবে ডায়োসিসে জুবিলী পালন উপলক্ষে ২৮ জনের যাজকবরণ

সম্প্রীতি আফ্রিকা মহাদেশের এ্যাঙ্গোলার সুমবে ডায়োসিস এর প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছে। কাকতালীয়ভাবে তা সার্বজনীন মণ্ডলীর আশার জুবিলীর সাথে উদ্‌যাপিত হয়েছে। জুবিলীর সর্বোত্তম আনন্দের ঘটনা ছিল ১০ আগস্ট ২৮জনের যাজক অভিষেক অনুষ্ঠান। জুবিলীর খ্রিস্টযাগের উপদেশে সুমভের বিশপ ফিরমিনো ডেভিড নতুন অভিষিক্ত যাজকদেরকে অবিরত প্রার্থনার মাধ্যমে খ্রিস্টে প্রোথিত হওয়ার আহ্বান রাখেন। ঈশ্বরের জনগণকে ফলপ্রসূভাবে সেবাময় নেতৃত্ব দিতে বিশ্বাসী সমাজের সাথে পাশে থাকার গুরুত্বের ওপর তিনি জোর দেন।

সুমবে ডায়োসিসটি আর্চডায়োসিস লুয়ান্ডার অন্তর্গত। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট তা প্রতিষ্ঠিত হয়। সুমবে শহরে অবস্থিত 'আওয়ার লেডী অব কনসেপশন' ক্যাথিড্রালে রয়েছে বিশপের আসন। এই ডায়োসিসটি পশ্চিম এ্যাঙ্গোলায় অবস্থিত যা সম্পূর্ণ কুয়াজনা সুল প্রদেশ জুড়ে বিস্তৃত। ডায়োসিসে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে, তবে বেশিরভাগই ওভিনবুন্ডু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ।

কারিতাস আলবানো: আমাদের দরিদ্র ভাইবোনেরাই প্রথম যারা পুণ্যপিতা পোপ ১৪শ লিও'র সাথে খাবার খাবে

যারা রয়েছে শেষে তারাই আগে আসবে। যারা সমাজ ও জীবনের প্রান্তসীমায় রয়েছে তাদেরকেই ভোজকর্তা ডেকে এনে সম্মানের আসনে বসাবেন। ঠিক এরূপই একটি ঘটনা কাস্তেল গান্দলফোতে ঘটতে যাচ্ছে আগামী রবিবার ১৭ আগস্ট দূত সংবাদ প্রার্থনার পরে। দূত সংবাদ প্রার্থনা পরিচালনার পরে পুণ্যপিতা কারিতাস আলবানোর আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে অংশ নিবেন পোপীয় ভিলায় অবস্থিত বোর্গ লাউদাতো সি'র 'পৃথিবীতে স্বর্গোদ্যান' নামক একটি কোণে।

মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত ভোজসভার অতিথিদের মতো, পোপের সাথে ভোজে আমন্ত্রিত অতিথিরা ইতোমধ্যে তাদের সেবা পোষাক খোঁজা শুরু করেছে। গির্জা ছোট হওয়াতে অতিথিদের সকলে না হলেও কেউ কেউ নিশ্চয় আলবানোর সান্তা মারীয়া দেল্লা রতোনদো নামক বিশেষ উপাসনালয়ে পোপ মহোদয়ের ৯:৩০ মিনিটের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবেন।

কারিতাস আলবানোর পরিচালক যিনি পোপ মহোদয়ের সাথে দরিদ্র ভাইবোনদের মধ্যাহ্ন ভোজ ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যস্ত তিনি জানান, আগামী রবিবারে অনুষ্ঠিতব্য ভোজের জন্য আমন্ত্রিত গৃহহীন ভাইবোনেরা স্নান করতে এবং পরিস্কার, সুন্দর কাপড় পরিধান করার সুযোগ চাচ্ছেন। ভাটিকান নিউজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে, পরিচালক ব্যাখ্যা দেন কীভাবে মধ্যাহ্নভোজের ধারণা এলো এবং কারা এই ১০০জন নারী-পুরুষ; যারা পুণ্যপিতার সাথে আহার করবেন!

অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাইলে পরিচালক বলেন, অতিথিদের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। পোপ মহোদয় ও অতিথিরা একটি লম্বা খাবার টেবিলে বসবেন। পুণ্যপিতার সাথে যারা খাবার আসনে বসবেন তারা হলেন, কারিতাস আলবানো পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্যুপ কিচেন এবং পরামর্শ কেন্দ্রের মানুষজন। স্থানীয় একটি ক্যাটারিং সার্ভিস খাবার পরিবেশনের দায়িত্বে থাকবে। পুণ্যপিতা ও অতিথিরা কী খাবেন- তার একটি মেন্যুও তৈরি হয়েছে। তাহলো - বাগানের সবজি দিয়ে লাসানিয়া, বেগুনের ফারমেজান, রোস্ট, ফলের সালাদ এবং স্থানীয় ঐতিহ্যের মিষ্টিজাতীয় একটি খাবার।

পুণ্যপিতা সহযোগে দরিদ্রদের মধ্যাহ্নভোজের ধারণাটির সূত্রপাত হয় ২০ জুলাই পুণ্যপিতা যখন আলবানো পরিদর্শন করে তখন। কারিতাস আলবানোর পরিচালক জানান তিনি আলবানোর বিশপ ভিসচেন্সো ভিলাকে অনুরোধ করেন তিনি যেন পুণ্যপিতাকে বলেন যে, আমাদের দরিদ্র লোকেরা পুণ্যপিতার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। বিশপ মহোদয় এ ইচ্ছার কথা পুণ্যপিতাকে জানালে পুণ্যপিতা খুব খুশি হন। পরে পোপীয় দপ্তর জানায়, ১৭আগস্ট পুণ্যপিতা দরিদ্র ব্যক্তিদের নিয়ে সান্তা মারীয়া দেল্লা রতোনদার পুণ্য উপাসনালয়ে সকাল ৯:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন এবং পরে লাউদাতো সি' বোর্গেতে একসাথে আহার করতে পারেন। একথা জেনে কারিতাস আলবানো অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং উৎসাহের সাথে প্রস্তুতি শুরু করে। এ অনুষ্ঠানে ১০০জন বিশেষ অতিথি থাকবেন। তাদের মধ্যে রয়েছে; তরভাইয়ানিকায় অবস্থিত নারী ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্র: কার্ডিনাল পিজার্দোর অধিবাসীরা, পুরুষদের আশ্রয়কেন্দ্র: ফ্রান্সেকোর অধিবাসীরা এবং সামাজিক কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় পাওয়া পিতাগণ। এছাড়াও আনসিও শহরের আশ্রয় ও পরামর্শ কেন্দ্রের ব্যক্তিবর্গও অতিথি হিসেবে থাকবেন। নেত্তেনো ও আলবানো শহরের ৩০জন গৃহহীন মানুষ যারা দৈনিক খাদ্য সহায়তা নিতে আসেন তারাও অতিথি হিসেবে থাকবেন।

আপনার ডায়োসিসে প্রধান প্রধান সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো কী জানতে চাইলে কারিতাস পরিচালক জানান, এই ডায়োসিসটি বেশ বড়, যা চামপিনো থেকে নেত্তনো পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই আমরা বিভিন্ন ধরণের দারিদ্রের সম্মুখীন হই। আনসিও, আরদেয়া, তর সান লরেন্সো, তরভাইনিকা সহ এর বিশাল উপকূল অঞ্চল রয়েছে। ইতালিয়ান ও বিদেশি অনেকেই এখানে গৃহহীন। তাই তাদের সাধারণ প্রয়োজন যেমন স্নান করা, কাপড় কাঁচা ও রাত কাটানোর নিরাপদ আশ্রয় দানে সাড়া দিতে হয়। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে এ এলাকায় ৪৯,৫০০জন এবং ৩,৫৮০টি পরিবারকে সহায়তা করা হয়েছে। ১৩ হাজার মানুষ খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পেয়েছেন এবং কারিতাস আলবানোর মেডিকেল ক্লিনিকে ৪৭৩ জন সেবা নিয়েছেন।

মধ্যাহ্নভোজে পোপ মহোদয়ের সাথে অতিথিদের কথা বলার সুযোগ থাকবে। কারিতাসের চেতনায় পুরোপুরি পারিবারিক পরিবেশেই মধ্যাহ্নভোজ অনুষ্ঠানটি হবে। ঘটনাটিকে ঘিরে সকলেই আবেগাপ্লুত ও উদ্যমী। অনেকেই জানিয়েছেন তারা সকাল ৮টার মধ্যে কারিতাস আলবানোতে পৌঁছে যাবেন। কোন কোন গৃহহীন ব্যক্তি জানিয়েছেন, তারা পুণ্যপিতার সাথে নিজেদের জীবনকাহিনী ও কষ্টের কথা সহভাগিতা করতে চান।

পরবর্তী বিশ্ব যুব দিবসের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে

রোমে যুব জুবিলী পালনের সময় ৩ আগস্ট রবিবার দূত সংবাদ প্রার্থনার পরে পুণ্যপিতা পোপ ১৪ লিও ঘোষণা দেন পরবর্তী বিশ্ব যুব দিবস হবে দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে ২০২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩-৮ আগস্ট তারিখে। তিনি বলেন, "আমি সেই আমন্ত্রণটি পুনর্ব্যক্ত করছি, যা পোপ ফ্রান্সিস দুই বছর আগে লিসবনে দিয়েছিলেন: সারাবিশ্বের যুবকেরা প্রেরিতদূত পিতরের উত্তরাধিকারের সাথে বিশ্ব যুব দিবস পালন করতে মিলিত হবে কোরিয়ার সিউলে ৩-৮ আগস্ট ২০২৭ খ্রিস্টাব্দে।"

যাত্রা চলমান: ভক্ত জনগণ, পরিবার ও জীবন বিষয়ক পোপীয় দপ্তরের প্রধান কার্ডিনাল কেভিন ফারেল পোপ মহোদয়ের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি সকল বিশপ, স্থানীয় মণ্ডলীর বিভিন্ন স্তরের যুব দপ্তর ও যুব গঠনদাতাদের একসাথে সিউলে যাত্রার আহ্বান রেখেছেন; যে বিশ্ব যুব দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় রাখা হয়েছে: সাহস রাখো, আমি জগতকে জয় করেছি। কার্ডিনাল বলেন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে জুবিলীর মূলভাব 'আশা' সকলকে মঙ্গলবাণী প্রচারে উৎসাহিত করেছে। এখন যুবকদেরই দায়িত্ব আশার তীর্থযাত্রী হয়ে নিঃসঙ্গতা ও দারিদ্র দূরীকরণের এবং বিবাদময় যুদ্ধবিধ্বস্ত বিভক্ত পৃথিবীতে শান্তির সাক্ষী হয়ে ওঠা।

- তথ্যসূত্র : news.va

কাঁটার উপহার

প্লাবন স্কট গ্রেগরী

একদিন এক ছোট্ট ছেলে, নাম তার রাকিব, গ্রামের পথে হেঁটে যাচ্ছিল। পথে তার পায়ে হঠাৎ একটি কাঁটা ফুটে গেল। ব্যথায় ছটফট করতে করতে সে এক লোকের কাছে গেল। লোকটি খুব ধীরে ধীরে কাঁটাটি বের করে দিয়ে বললেন, "এই ব্যথাই একদিন তোমাকে বুঝতে শেখাবে–কোনো কিছু দেখলেই সেখানে দৌড়াতে নেই।"

রাকিব বলল, "একটা কাঁটা থেকে এত কিছু শেখা যায়?"

লোকটি হেসে বললেন, "ছেলে, জীবনের অনেক বড় শিক্ষাই আসে ছোট ছোট কাঁটা থেকে। যেমন এই কাঁটাটি তোমাকে সতর্ক হতে শেখাবে, তেমনি জীবনের ভুলগুলোও শেখায়–কীভাবে ভালোভাবে বাঁচা যায়।"

দিন যায়, বছর কেটে যায়। রাকিব বড় হয়ে শহরে যায়, লেখাপড়া করে। সে ডাক্তার হয়। কিন্তু প্রতিদিন সে মনে করে সেই বৃদ্ধ লোকটার কথা, সেই ছোট্ট কাঁটার ব্যথা। তাই সে শুধু নিজের পেশার প্রতি নয়, মানুষের প্রতি ভালোবাসার মনোভাব রাখে।

একদিন এক বৃদ্ধ রোগীকে সে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিল। রোগী কাঁপা কণ্ঠে বলল, "তুই রাকিব না? তোর পায়ে একদিন কাঁটা ঢুকেছিল মনে আছে?"

রাকিব চোখ ভিজিয়ে বলল, "আপনিই তো সেই কাঁটার উপহার দেওয়া মানুষ।"

জীবনের ছোট্ট এক ঘটনা আমাদের বড় শিক্ষা দিতে পারে। কষ্ট, ব্যথা বা ছোট ভুলও যদি মন দিয়ে ভাবি, তা হলে তা হয়ে উঠতে পারে জীবনের মূর্খতা থেকে জ্ঞানের পথে যাত্রার শুরু।

রেলগাড়ি

খোকন কোড়ায়া

ঝক ঝকা ঝক শব্দ করে
ছুটে চলছে রেলগাড়ি
ঘুম নেই, আরাম নেই
নেই তার নিজের বাড়ি।

চলছে ছুটে মাঠ জঙ্গল
নদী নালা পার হয়ে
রোদ বৃষ্টি, চলার ক্লান্তি
অনেক কষ্ট বুকে সয়ে।

শত শত মানুষ নিয়ে
এগিয়ে যাচ্ছে নিশানায়
সবাইকে সে পৌঁছে দেবে
আপন আপন ঠিকানায়।

ঝক ঝকা ঝক একই শব্দ
চলার একই ভঙ্গি
স্বপ্ন নেই, আশা নেই
দু'টো লাইন শুধু সঙ্গী।

শিশুদের নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের কিছু ভাবনা তুলে ধরা হলো-

❖"সমাজ কীভাবে শিশুদের প্রতি আচরণ করে তার মধ্য দিয়ে সমাজের চেহারা ফুটে ওঠে"- নেলসন ম্যান্ডেলা, দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট।

❖"শিশুরা হচ্ছে বাগানের কাদা মাটির মত। তাদেরকে খুব সতর্ক ও আদর-সোহাগ দিয়ে যত্ন করতে হবে"- জওহরলাল নেহরু, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

❖"শিশুরা হচ্ছে এমন এক প্রকার প্রাণী, যারা নিজেরা নিজেদের জগত তৈরি করে"- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

❖"আমরা আজকের দিনটি উৎসর্গ করি যেন আমাদের শিশুরা একটি সুন্দর আগামী পেতে পারে"- এপিজে আব্দুল কালাম, ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট।

❖"প্রতিটি শিশু এই বার্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যে, স্রষ্টা এখনও মানুষের প্রতি আস্থা হারান নি"- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

❖"সরকার আপনাকে কেবল রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল এবং স্কুল-কলেজ নির্মাণ করে দিতে পারে। কিন্তু আপনার ঘর তখনই আলোকিত হবে, যখন আপনার শিশু সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে"- নরেন্দ্র মোদী, ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

❖"প্রতিটি শিশু আশা নিয়ে জন্মে। শৈশবে সে কিছু সোনালি স্বপ্ন দেখে। কৈশোরে সে আরও বেশি আশাবাদী হয়ে ওঠে। যৌবনকালে সে মৃত্যু কিংবা পরাজয়ে বিশ্বাস করে না। বার্ধক্য আসে, জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। স্বপ্নগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বাতাসে উড়ে বেড়ায়। আর তখনই মানুষ নিরাশ হয়ে যায়"- স্বামী বিবেকানন্দ।

❖"শিশুরা ততটুকু বড় হয়, আমরা তাদের নিয়ে যতটুকু বিশ্বাস করি"- লেডি বার্ড জনসন, সাবেক মার্কিন ফার্স্ট লেডি।

❖"শিশুদের শিক্ষা দেয়া উচিত যে তারা কীভাবে চিন্তা করবে, কী চিন্তা করবে সেটা নয়"- নৃবিজ্ঞানী মার্গারেট মিড।

তথ্যসূত্র: HTTPS://WWW.SHIKSHARALO.NET

মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হল যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব দিবস

প্লাবন স্কট গ্রেগরী: ৫ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার, ঢাকাস্থ রমনার সাধু যোসেফের পরিবারে উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হলো সকল যাজকদের প্রতিপালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর পর্ব দিবস। সকালবেলা পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে দিনটি শুরু হয়। ফাদার তপন ডি' রোজারিও পবিত্র খ্রিস্টযাগের পৌরোহিত্য করেন এবং সহযোগিতা করেন ফাদার বিদ্যা বর্মন, সেমিনারীর পরিচালক ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স, সহকারী পরিচালক ফাদার দানিয়েল মুরমু, আধ্যাত্মিক পরিচালক ফাদার যোসেফ চিসিম এবং সেমিনারীয়ানগণ। খ্রিস্টযাগে ফাদার তপন ডি' রোজারিও উপদেশ বাণীতে বলেন, "সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী পাপ সম্পর্কে বলেন– 'পাপ করলে আমরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করি।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, ভিয়ান্নী প্রতিদিন পনেরো থেকে ষোল ঘণ্টা পর্যন্ত পাপস্বীকার শুনতেন এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের গভীরতম বিষয় বুঝতে পারতেন। এছাড়া তিনি সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজের কথাও উপদেশবাণীতে উল্লেখ করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। এছাড়া সন্ধ্যার আহারের সময় সাধু যোসেফের পরিবারের পক্ষ থেকে সকল যাজকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। এরপর সাংস্কৃতিক পরিষদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শেষে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি বক্তব্য প্রদান করেন ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স এবং ফাদার বিদ্যা বর্মনের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই পর্বীয় আয়োজনের আনুষ্ঠানিকতার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মথুরাপুর ধর্মপল্লীর পালকীয় কর্মশালা-২০২৫

ডিকন জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: গত ৮ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সকাল সাড়ে আট'টায় সাধ্বী রীতা'র ধর্মপল্লী, মথুরাপুরে "পালকীয় কর্মশালা" আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মথুরাপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার বার্ণার্ড রোজারিও, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার পিউস গমেজ, ফাদার দিলীপ এস কস্তা, সিস্টারগণ ও পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যাগণ এবং খ্রিস্টবিশ্বাসী সহ প্রায় ১৬০জন উপস্থিত ছিলেন। পালকীয় অনুষ্ঠানের মূলভাব ছিল, "আশার তীর্থযাত্রায় আমাদের অংশগ্রহণ"। শুরুতে ডিকন জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু প্রার্থনা ও পবিত্র আত্মার গান এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করে। এরপর ফাদার বার্ণার্ড রোজারিও শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমরা যেন নিজেদেরকে ভালভাবে পরিচালনা করি এবং অন্যদেরকে সহায়তা করি যেন আমাদের পরিচালনায় পরিবার ও সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।" অতঃপর ফাদার দিলীপ এস কস্তা বিশপ মহোদয়ের পালকীয় পত্রের উপর উপস্থাপনা করেন। তিনি বলেন, আমরা হলাম এই পৃথিবীর বিদেশী। আমরা সবাই কিছুদিনের জন্য এই পৃথিবীতে বিচরণ করব। আমাদের একসাথে যাত্রা করতে হবে। শুধু একা নয় সমবেত ভাবে, একস্বরে, এক মনে, একই উদ্দেশে।" এছাড়া ফাদার বার্ণার্ড রোজারিও সবাইকে সব কিছুর জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং শেষে দুপুরে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মুশরইল ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো মধ্য ভিকারিয়ার দ্বিতীয় বাৎসরিক সভা

লর্ড ডানিয়েল রোজারিও: গত ৮ আগস্ট, শুক্রবার রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের মুশরইল ধর্মপল্লীতে ভিকারিয়ার দ্বিতীয় বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক ড. আরোক টপ্য, চ্যান্সেলর ফাদার প্রেমু রোজারিও, মধ্য ভিকারিয়ার আহ্বায়ক ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী ও বিভিন্ন ধর্মপল্লীর ফাদার, সিস্টার, খ্রিস্টভক্ত প্রতিনিধিসহ মোট ৯৬ জন। সভার শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বলন, প্রার্থনানুষ্ঠান ও মধ্য ভিকারিয়ার দীর্ঘদিন সেবাদানকারী প্রয়াত ফাদারের আত্মার কল্যাণার্থে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ, জুবিলী উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা এবং বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী বলেন, "যিশুখ্রিস্টের জন্মজয়ন্তী উৎসবে আমরা

বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছি এবং সেগুলো সুন্দরভাবে করে যাচ্ছি। ভিকারিয়ার সভার মধ্য দিয়ে আমরা যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তা প্রতিটি ধর্মপল্লীতে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হলো আমাদের মূল লক্ষ্য। আমরা বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করছি এবং খুব সুন্দর সুন্দর যুক্তিতর্কও উপস্থাপন করেছি যা আমাদের সভাকে প্রাণবন্ত ও ফলপ্রসূ করেছে।" ড. আরোক টপ্য বলেন, "বর্তমানে অবৈধ বিবাহ আমাদের সমাজের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। আমাদের সকলকে অবৈধ বিবাহ সংস্কারে কাজ করতে হবে।" এছাড়া ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী যিশুখ্রিস্টের জন্মজয়ন্তী বছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ও করণীয় বিষয়ক বক্তব্য তুলে ধরেন। পরিশেষে, মুশরইল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে পালকীয় পরিষদের সভাপতি সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মথুরাপুর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হলো শিশুমঙ্গল দিবস ২০২৫

ডিকন জের্ভাস গাব্রিয়েল মুরমু: ৩১ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, বিকেল ৩:৩০ মিনিটে মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ফাদার বার্ণার্ড রোজারিও-মথুরাপুর ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত, ফাদার পিউস গমেজ - সহকারী পালপুরোহিত, ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ পিএমএস- এর জাতীয় পরিচালক, ফাদার উৎপল রিচিল, সিস্টার নৈবেদ্য এসএমআরএ, শিক্ষকগণ, এ্যানিমেটরগণ ও সকল অভিভাবকগণ প্রায় ১৫০জন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ফাদার বার্ণার্ড রোজারিও বলেন, "তোমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়। এই সময় সুন্দরভাবে তোমাদের প্রতিভাকে আবিষ্কার করো।" তারপর পাল-পুরোহিত শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর ফাদার ও সিস্টারদের ফুল ও নাচের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ বলেন, "যেকোনো অনুষ্ঠানে আমরা যেন মনোযোগ দিয়ে অংশগ্রহণ করি। আমাদের শিশুরাই ভবিষ্যতের কর্ণধার, তাই তিনি তাদেরকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেন।" তারপর সকল ছেলেমেয়েদেরকে ক্ষুদ্র উপহার প্রদান করা হয়। সবাইকে সব কিছুর জন্য ফাদার পিউস গমেজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শেষে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীর নবনবি গ্রামে পবিত্র শিশুমঙ্গল সেমিনার

ফাদার উত্তম রোজারিও: গত ০৯ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সুরশুনিপাড়া ধর্মপল্লীর নবনবি গ্রামে পবিত্র শিশুমঙ্গল সেমিনারের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার উত্তম রোজারিও বলেন, "প্রভু যিশু শিশুদের ভালোবাসেন কারণ শিশুরা নির্মল ও পবিত্র। খ্রিস্ট জন্ম জয়ন্তীর এই জুবিলী বর্ষে শিশুদের মতো সহজ, সরল ও পবিত্র হতে যিশু আমাদের আহ্বান করেন"। সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন নবনবি গ্রামসহ আশেপাশের আরো ৭টি গ্রামের সর্বমোট ৭৯ জন শিশু ও ১৪ জন এনিমেটর। সেমিনারের মূলসুর ছিল: জুবিলী ২০২৫; আশার তীর্থযাত্রায় শিশুদের অংশগ্রহণ।

সেমিনারের শুরুতেই সকলে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। পাল-পুরোহিত ফাদার প্রদীপ যোসেফ কস্তা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের পর শিশুরা এক আনন্দ র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। এরপর পরিচালিত হয় শ্রেণীভিত্তিক বাইবেল কুইজ, প্রার্থনা, উপাসনা সংগীত, নৃত্য ও গ্রামভিত্তিক নাটিকা প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ডিকন অনু যোয়াকিম গমেজ, সিস্টার যাসিন্তা এসসি ও এনিমেটরগণের সহায়তায় শিশুরা কুইজ, প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে আদিবাসী দিবস উদ্‌যাপন-২০২৫

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৯ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে কর্মরত আদিবাসী ভাইদের ক্ষুদ্র পরিসরে ফুল ও গানের মাধ্যমে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু ও বরিশাল ধর্মপ্রদেশের ফাদার মুকুল আন্তনী মন্ডল এবং অতিথিবৃন্দসহ ২১ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে ফাদার বুলবুল ও ফাদার মুকুল আন্তনী মন্ডল আদিবাসী

দিবসে আদিবাসীদের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা তুলে ধরেন। ফাদার মুকুল আন্তনী মন্ডল বলেন, মণ্ডলীতে আদিবাসী সেমিনারীয়ানদের আহ্বান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া তিনি আদিবাসীদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও অভিবাসন নিয়েও বক্তব্য রাখেন। ফাদার বুলবুল বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আদিবাসী ভাইয়েরা মিলে মিশে কাজ করছে এবং এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির পেছনে তারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। অতঃপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত আদিবাসী ভাইদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দীপক সাংমা ও পিতর হেম্ব্রম। অনুষ্ঠানে শেষে সকলে মিলে ছবি তোলার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উপাসনা কমিটি ও গানের দলের সদস্যদের জুবিলী উৎসব

ফাদার লিয়ন জেভিয়ার রোজারিও: গত ৮ আগস্ট ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার নাগরী পানজোরা সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের উপাসনা কমিটির আয়োজনে ভাওয়াল অঞ্চলের সকল ধর্মপল্লীর গানের দল ও উপাসনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে জুবিলী উৎসব পালন করা হয়েছে। বৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও ভাওয়ার অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে উপাসনা ও গানের দলের সদস্যরা সকাল ৮:৪৫ মিনিটে সাধু আন্তনীর তীর্থভূমিতে এসে উপস্থিত হন। বিভিন্ন ধর্মপল্লীর গানের দল ও উপাসনা কমিটি থেকে প্রায় ২৫০ জনের মত প্রতিনিধিবর্গ জুবিলী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক ধর্মপল্লীরই পালপুরোহিত ও সহকারী পাল পুরোহিত, সিস্টার-ব্রাদারগণও এ উৎসবে যোগদান করেন। নাগরী ধর্মপল্লীর প্রার্থনা পরিচালনার মধ্যদিয়ে জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুরুতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের উপাসনা কমিটির আহ্বায়ক ফাদার রুবেন গমেজ সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং ভাওয়াল অঞ্চলের পক্ষে ফাদার কুঞ্জন কুইয়া সকলকে শুভেচ্ছা জানান। ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ "জুবিলীর আনন্দে, বিশ্বাসের উৎস" এই মূলভাবের উপর সহভাগিতা করেন। এরপর তিনি উপাসনা, বাণীপাঠক, খ্রিস্টযাগ এবং গানের উপরেও তার সহভাগিতা রাখেন। এছাড়া মুক্ত আলোচনায় উপাসনা বিষয়ে কয়েকজন প্রশ্ন করেন। ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ দুপুর ১২টার সময় পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের পর ধর্মপল্লীভিত্তিক গানের প্রতিযোগিতা করা হয় এবং এতে প্রথম হয় নাগরী ধর্মপল্লী, ২য় হয় রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী এবং ৩য় স্থান অধিকার করে ধরেণ্ডা ধর্মপল্লী। শেষে ফাদার রুবেন গমেজের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে জুবিলী তীর্থ উৎসব শেষ করা হয়।

মহাশান্তি গমনের ১৬তম বছর

প্রয়াত টনি জন গমেজ

জন্ম: ২১ নভেম্বর, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২৭ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

শুলপুর ধর্মপল্লী।

তোমরা ছিলে এই ধরণীতে
গিয়েছো চিরশান্তির নীড়ে
রেখে গেছো দুঃখের স্মৃতিগুলো
যা রয়েছে আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে।

পার্থিব এই জগত ছেড়ে ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তোমরা চলে গেছ আমাদের নিঃস্ব করে। কিন্তু তোমরা রয়েছো আমাদের সকলের হৃদয় মাঝে। আজও আমরা পারি না তোমাদের চিরতরে চলে যাওয়ার ক্ষণকে মেনে নিতে। থেকে-থেকে মনে পড়ে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় কান্নাভরা কণ্ঠে বাঁচার তাগিদে, একবার বাড়িতে যাবার জন্য বলতে "মাগো, আমি বাড়ি যাবো"। আজও আমরা ভুলতে পারি না।
পরম করুণাময় তোমাদের আত্মার চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

মা : শ্যামলী গমেজ
বাবা : হেবল গমেজ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সীগঞ্জ।

মহাশান্তি গমনের ১০ম বছর

প্রয়াত সুরুজ যোসেফ গমেজ

পিতা : মৃত অনিল গমেজ

জন্ম : ১৯ মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২ নভেম্বর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

শুলপুর ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/১৭৮/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাফল্যের পথে আরও একধাপ এগিয়ে হাউজিং সোসাইটি...

সেবা সমূহ

- ক্যাফেটেরিয়া/রেস্টুরেন্ট
- কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট
- বাস্কেট বল খেলার মাঠ
- ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস
- পিক এন্ড ড্রপ সার্ভিস
- টেনিস খেলার মাঠ
- ফ্রি ইন্টারনেট
- কিডস জোন
- সুইমিং পুল
- জ্যাকুজি
- জীম
- লন্ড্রি
- স্পা

- দিন ও রাত্রি যাপনের জন্য চার ক্যাটাগরির রুমের ব্যবস্থা
- সভা, সেমিনার করার জন্য সর্বোত্তম পরিবেশ ও সুসজ্জিত কনফারেন্স হল
- সুইমিং পুল ও জ্যাকুজির সুবিধা
- উন্মুক্ত মাঠ ও শিশুদের খেলার ব্যবস্থা
- ডাইনিং এর সুব্যবস্থা
- ২৪ ঘন্টা রুম সার্ভিস সুবিধা
- গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা
- যেকোন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান ও পিকনিকের সুব্যবস্থা
- সারাদিনের জন্য ভাড়া নেয়া যাবে
- শান্তির নীড়ে বসবাসকারীদের জন্য সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা
- সুসজ্জিত বাগান ও সুসজ্জিত লবী
- সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা
- ফ্রি ওয়াইফাই সুবিধা

- ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস ট্রেন
- হানি সুইং
- টুইস্ট
- পাইরেট শিপ
- মেরী গো রাউন্ড
- প্যারাট্রোপার
- সোয়ান এডভেঞ্চার
- ওয়ান্ডার হুইল
- প্যাডেল বোর্ড
- হর্স কিডি রাইড
- মেরী গো রাউন্ড-০২
- বিগ আইস ফিস হেলিকপ্টার
- স্মাইল কিডি রাইড
- সফ্‌ট প্লে এরিয়া
- ট্রেম্পলিন
- এলিফেন্ট কেডি রাইড
- ডরিমন কেডি রাইড
- প্লেন কিডি রাইড
- টয়ট্রেন কিডি রাইড
- মিকি ট্রেইন

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

আচবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

বিজ্ঞ/১৭৫/২৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ২৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 28
Regd. No. DA-33
✦ 17 - 23 August 2025, ২ - ৮ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

এসো দেখে যাও

COME AND SEE

ধন্য ব্রাদার বাসিল আন্তনী মেরী মরো
পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা

পবিত্র ক্রুশ (হলি ক্রস)
ব্রাদার জীবনে তোমাকে
স্বাগতম !!!

সাধু ব্রাদার আন্দ্রে বাসেট
পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রথম সাধু

মণ্ডলীর সেবা কাজের জন্য অনেক ব্রতধারী ব্রাদার প্রয়োজন
তুমি কি পবিত্র ক্রুশ (Holy Cross) সংঘের একজন ব্রাদার হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্রতী হতে আগ্রহী?

তোমরা যারা এ বছর এইচএসসি **(HSC)** বা এর উর্ধ্বে পরীক্ষা দিচ্ছ, তোমাদের জন্য আমরা পবিত্র ক্রুশ ব্রাদার সমাজ **"এসো দেখে যাও" (Come & See)** প্রোগ্রামের আয়োজন করতে যাচ্ছি। এ কোর্সে যোগদানে আগ্রহী ভাইদের স্বাগতম জানাই এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

যোগাযোগের ঠিকানা

পরিচালক
ব্রাদার শোভন ভিক্টর কস্তা, সিএসসি
পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ

১৬, মুনির হোসেন লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৬৩৩৮০৬১৮০, ০১৬১৬০৪২৩১৯

বিজ্ঞ/১৭৪/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org